ময়মনসিংহ জেলার বাস্তবায়নাধীন উদ্যোগসমূহ:

ক্র.	ইনোভেশনের নাম	উদ্ভাবকের নাম , পদবী ও দাপ্তরিক ঠিকানা
১.	পরিচ্ছন্ন ময়মনসিংহ	মো: খলিলুর রহমানর, জেলা প্রশাসক, ময়মনসিংহ
২.	অবৈধ প্যানাফ্লেক্স, ব্যানার, ফেস্টুন, সাইনবোর্ড, তোরণ, গেইট অপসারণ	মো: খলিলুর রহমানর, জেলা প্রশাসক, ময়মনসিংহ
৩.	ভিক্ষুক মুক্তকরণ	মো: খলিলুর রহমানর, জেলা প্রশাসক, ময়মনসিংহ
৪.	শহরের বিভিন্ন রাসস্তা ও ফুটপাত দখলমুক্তকরণ অভিযান	মো: খলিলুর রহমানর, জেলা প্রশাসক, ময়মনসিংহ
৫.	ময়নসিংহ শহরের ব্যাটারি চালিত অটো-রিকশার লাইসেন্স প্রদান।	মো: খলিলুর রহমানর, জেলা প্রশাসক, ময়মনসিংহ
৬.	অনলাইন সফটওয়্যারের মাধ্যমে জেনারেল সার্টিফিকেট মামলার কার্যক্রম সহজীকরণ।	Md. Mohinul hasan, Assistant Commissioner, DC office Mymensingh
৭.	পিভিসি স্যুইচ ভাল্ব সম্বলিত টু পিট ল্যাট্রিন প্রকল্প	মো: মিজানু রহমান, অব: সহকারী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর,ফুলবাড়ীয়া
৮.	মিড ডে মিল্ক	
৯.	সবুজ ত্রিশাল	মো: আবুজাফর রিপন, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ
১০.	উপজেলা ভূমি অফিসের সেবা উদ্যান ও সেবা প্রার্থীদের অপেক্ষাগার নির্মাণ	তামীম আল ইয়ামিন, সহকারী কমিশনার (ভূমি) , নান্দাইল, ময়মনসিংহ।
১১.	উপজেলা ভূমি অফিসে সিসিটিভি স্থাপন	তামীম আল ইয়ামিন,সহকারী কমিশনার (ভূমি) , নান্দাইল, ময়মনসিংহ।
১২.	সবুজ ত্রিশাল	মো: আবুজাফর রিপন, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ
১৩.	ফি-ওয়াই-ফাই জোন	মো: হাফিজুর রহমান , উপজেলা নির্বাহী অফিসার, নান্দাইল, ময়মনসিংহ
১৪.	উপজেলা ভূমি অফিসে সিসিটিভি স্থাপন	তামীম আল ইয়ামিন, সহকারী কমিশনার (ভূমি) , নান্দাইল, ময়মনসিংহ।
১৫.	উপজেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদেরকে বিজ্ঞানমস্ক ও মুক্তিযোদ্ধের চেতনা সমৃদ্ধ আলোকিত মানুষ গড়ার লক্ষ্যে মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যমে শিক্ষা ও উদ্দীপনামূলক চলচিত্র প্রদর্শন	সেলিম আহমেদ, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সদর, ময়মনসিংহ
১৬.	ভালুকা পৌরসভা ও হবিরবাড়ী ইউনিয়নের ১৫টি মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শতভাগ শিক্ষককে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম পরিচালনায় সক্ষমকরণ	উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, ভালুকা, ময়মনসিংহ
১৭.	সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে রিডিং রিকভারী নামক টেইলর মেথড চালুকরণ	উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, গফরগাঁও, ময়মনসিংহ
১৮.	Notification of LD Tax through electronic media.	উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, হালুয়াঘাট, ময়মনসিংহ
১৯.	উপজেলা পরিষদকে সিসি টিভি ক্যামেরার আওতাভূক্তকরণ	জনাব জাকির হোসেন , উপজেলা নির্বাহী অফিসার, হালুয়াঘাট, ময়মনসিংহ
২০.	উপজেলা ভূমি অফিস সিসি টিভি ক্যামেরার আওতাভূক্তকরণ	জনাব জাকির হোসেন,উপজেলা নির্বাহী অফিসার ,হালুয়াঘাট, ময়মনসিংহ
২১.	SMS এর মাধ্যমে ভূমি উন্নয়ন কর অবহিতকরণ	জনাব জাকির হোসেন, উপজেলা নির্বাহী অফিসার , হালুয়াঘাট, ময়মনসিংহ
২২.	মাতৃকানন	সভাপতি, সানফ্লাওয়ার মডেল স্কুল , হালুয়াঘাট, ময়মনসিংহ।
২৩.	টেলি মেডিসিন	ডা: আব্দুল কাদের, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ অফিসার,
২৪.	উন্নত জাতের ঘাস চাষ	ডা: এ কে এম আনিসুর রহমান, উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা
২৫.	এসএমএস এর সাহায্যে যোগাযোগ	মোহাম্মদ কামরুল হুদা, উপজেলা সমবায় অফিসার
২৬.	যৌতুক ও বাল্য বিবাহ রোধ	জনাব জাকির হোসেন, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, হালুয়াঘাট, ময়মনসিংহ
২৭.	ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের মাধ্যমে জমির মাঠ পর্চা/নকলের আবেদন	উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, নান্দাইল, ময়মনসিংহ

ময়মনসিংহ জেলার ইনোভেশন উদ্যোগসমূহের তালিকা:

ক্র:	ইনোভেশনের নাম	ইনোভেশনের বিবরণ	ইনোভেশন বাস্তবায়নের ফলাফল	উদ্ভাবকের নাম , পদবী ও দাপ্তরিক ঠিকানা
	পরিচ্ছন্ন ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ জেলা ও বিভাগীয় শহরটি পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখাই উদ্যোগটির মূল উদ্দেশ্য। এখানে শহরের অত্যন্ত মনোরম পরিবেশে গড়ে ওঠা পার্কটিতে সাধারণ হকার এবং বিভিন্ন দোকানের সমন্বয়ে গড়ে ওড়া বাজারটিকে উচ্ছেদ করা। পার্কে বাজে লোকের আড্ডা বন্ধ করা এবং পার্কটি ময়লা-আবর্জনা মুক্ত রাখা। এছাড়াও শহরের প্রত্যেকটি রাস্তা এবং স্থাপনা যেন পরিস্কার পরিচ্ছন্ন থাকে সে ব্যবস্থা করা। শহরের প্রত্যোকটি রাস্তা অপ্রয়োজনীয় ব্যানার, পোস্টার বা লেখনি তোলে ফেলা। শহরের অত্যন্ত মনোরম পরিবেশে গড়ে ওঠা পার্কটিতে সাধারণ হকার এবং বিভিন্ন দোকানের সমন্বয়ে একটি বাজার গড়ে উঠে ছিল এবং পার্কে বাজে লোকের আড্ডা ছিল । পার্কটি ময়লা-আবর্জনা মুক্ত ছিল। শহরের রাস্তাগুলি অপ্রয়োজনীয় ব্যানার, পোস্টার বা লেখনি ভরে গিয়েছিল।	পার্কটি এখন হকার মুক্ত এবং পার্কে বাজে লোকের আড্ডা বন্ধ হয়েছে। পার্কটি ময়লা-আবর্জনা মুক্ত হয়েছে। শহরের রাস্তাগুলি অপ্রয়োজনীয় ব্যানার, পোস্টার বা লেখনি অপসারণ করা হয়েছে। জেলা প্রশাসন এবং পৌরসভায় যৌথ উদ্যোগে এখন শিক্ষা নগরি ময়মনসিংহ শহরটি অনেক সুন্দর, পরিস্কার পরিচ্ছন্ন হয়েছে।	মো: খলিলুর রহমানর জেলা প্রশাসক ময়মনসিংহ
		➢ " পরিচ্ছন্ন ময়মনসিংহ" শ্লোগানকে সামনে রেখে সার্কিট হাউজ মাঠ হতে ১১/১১/২০১৬ খ্রিঃ তারিখ শুরু হয়েছে ময়মনসিংহ পরিচ্ছন্ন কার্যক্রম। ➢ সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচারের মাধ্যমে সকল শ্রেণির জনগণকে এ অভিযানের সাথে সম্পৃক্ত করা হচ্ছে। ➢ এর ধারাবাহিকতায় প্রতিটি উপজেলা/পৌরসভা/ ইউনিয়নে এ কার্যক্রমকে গতিশীল করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। ➢ ইতোমধ্যে ময়মনসিংহ জেলার বিভিন্ন উপজেলায় সিটিজেন জার্নালিজমের সহায়তায় পরিচ্ছন্ন ময়মনসিংহ কার্যক্রম শুরু হয়েছে। ➢ পার্কের প্রবেশ পথে পার্ক ব্যবহার নির্দেশাবলী সম্বলিত সাইন-বোর্ড স্থাপন করা হয় যা এই উচ্ছেদ ও পরিচ্ছন্ন কার্যক্রমকে টেকসই করবে। ➢ জেলা প্রশাসনের ফেসবুক সহ বিভিন্ন মিডিয়ায় প্রচারের মাধ্যমে সকল শ্রেণির জনগণকে এ অভিযানের সাথে সম্পৃক্ত করা হচ্ছে।	জয়নুল আবেদীন পার্ক সংলগ্ন ব্রহ্মপুত্র নদের তীরবর্তী স্থান হতে সকল প্রকার অবৈধ স্থায়ী/ অস্থায়ী বাজার ও দোকানপাট উচ্ছেদের ফলে পার্কে জনসাধারণ নির্বিঘ্নে চলাচলা করতে পারে।	মো: খলিলুর রহমানর জেলা প্রশাসক ময়মনসিংহ
	অবৈধ প্যানাফ্লেক্স, ব্যানার, ফেস্টুন, সাইনবোর্ড, তোরণ, গেইট অপসারণ	২৩অক্টোবর ২০১৬ তারিখ জেলা প্রশাসকের উদ্যোগে এবং সর্বস্তরের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সহযোগিতায় জয়নুল আবেদীন পার্ক সংলগ্ন ব্রহ্মপুত্র নদের তীরবর্তী স্থান হতে সকল প্রকার অবৈধ স্থায়ী/অস্থায়ী বাজার ও দোকানপাট উচ্ছেদ কার্যক্রম শুরু করা হয় এবং তা সফলভাবে সম্পন্ন করা হয়। এছাড়াও সকল প্রকার সাইনবোর্ড, ব্যানার, ফেস্টুন অপসারণ করা হয়।	প্যানাফ্লেক্স, ব্যানার, ফেস্টুন, সাইনবোর্ড, তোরণ, গেইট অপসারণে জেলা শহরের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হয়েছে।	মো: খলিলুর রহমানর জেলা প্রশাসক ময়মনসিংহ
	ভিক্ষুক মুক্তকরণ	✓ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্ন ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করার ক্ষেত্রে ভিক্ষাবৃত্তি একটি প্রতিবন্ধকতা। তাই ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণ ও মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হওয়ার প্রত্যাশায় ময়মনসিংহ জেলায় "ভিক্ষুক মুক্তকরণ, ভিক্ষুকদের কর্মসংস্থান ও পুনর্বাসন কর্মসূচী" বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ✓ এ কর্মসূচী বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে ময়মনসিংহ মহানগর, উপজেলা ও পৌরসভা, ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড পর্যায়ে ভিক্ষুকদের সার্ভে করে ডাটাবেজ তৈরীর কাজ শুরু ✓ উল্লেখ্য সার্ভে প্রতিবেদনের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে ভিক্ষুকদের প্রশিক্ষণ প্রদান,	উদ্যোগটি চলমান	মো: খলিলুর রহমানর জেলা প্রশাসক ময়মনসিংহ

		কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও আর্থিক সহায়তা দিয়ে পুনর্বাসন করে ময়মনসিংহ জেলাকে ভিক্ষুকমুক্ত ঘোষণা করা হবে। ✓ জেলা, পৌরসভা, উপজেলা, ইউনিয়ন পর্যায়ে ইতোমধ্যে কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং ওয়ার্ড পর্যায়ে কমিটি গঠন করা হয়েছে। ✓ কিছু উপজেলায় জরিপ কার্য শেষে পূর্নবাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ✓ ভিক্ষুক পুনর্বাসন তহবিল গঠনের জন্য ব্যাংক হিসেব নম্বর খোলা হয়েছে।		
	শহরের বিভিন্ন রাস্তা ও ফুটপাত দখলমুক্তকরণ অভিযান	গত ২১ মার্চ ২০১৭ থেকে শুরুু হয়ে চলমান এ অভিযানটি ১৪ তম দিনের মত পরিচালিত হয়েছে। অভিযানটিতে ময়মনসিংহ শহরের নিমেণাক্ত রাস্তাসমূহের দুপাশের সকল অবৈধ দখল সরানো হয়। • টাউন হল- নতুন বাজার- গাংগিনাপাড়- স্টেশন রোড- জে,সি গুহ রোড- পাটগুদাম • নতুন বাজার- খোপাখোলা মোড়- চরপাড়া মোড়- মেডিকেল কলেজ হাসপতাল- বিসিক, মাসকান্দা • জিলা স্কুল মোড়- সানকিপাড়া রেলক্রসিং- ক্যান্টনমেন্ট মোড় • চরপাড়া মোড়- বাঘমারা অভিযানে স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন-২০০৯ ও দন্ডবিধি-১৮৬০ অনুসারে পরিচালিত মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে ১৫৪ টি মামলা করা হয় এবং মোট ২,৮৮,৯০০/- জরিমানা আদায় করা হয়।	• যানজট বহুলাংশে নিরসন • ফুটপাত ব্যবহার করে নিরাপদে চলাচল • শহরে স্থায়ী অবৈধ দখলের প্রবনতা বন্ধ হওয়া এবং • শহরের সৌন্দর্য বৃদ্ধি।	মো: খলিলুর রহমানর জেলা প্রশাসক ময়মনসিংহ
	ময়মনসিংহ শহরের ব্যাটারি চালিত অটো-রিকশার লাইসেন্স প্রদান।	১। ১লা জুন ২০১৭ থেকে পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী ময়মনসিংহ শহরের সমস্ত ব্যাটারি চালিত অটো-রিকশা সমূহকে ময়মনসিংহ শহরের স্টেডিয়ামের মধ্যে জমায়েত করা হয়। পূর্বে লাইসেন্স প্রদান করা ৬১১ টি এবং লাইসেন্স বিহীন ৩০১০ টি সহ সর্বমোট ৩৬২১ টি অটো জমায়েত করা হয়। ২। এরপর পৌর প্রশাসন ও ট্রাফিক পুলিশের সহায়তায় লাইসেন্স প্রদান কার্যক্রম পরিচালিত হয়। যে সকল অটো-রিকশার মালিক গাড়ির মালিকানার স্বপক্ষে প্রকৃত কাগজ প্রদর্শন এবং নিজেদেরকে উপজেলা সদরের বাসিন্দা হিসেবে প্রমাণ করতে পেরেছশ তাদেরকে তাৎক্ষণিক অটো-রিকশার সাথে লাইসেন্স লাগিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়। ৩। আর যে সকল অটো মালিকের কাগজ পত্রে সমস্যা রয়েছে বলে মনে হয়েছে এমন স্বল্প সংখ্যক অটোরিকশা সমূহকে আগামী ১লা জুলাই ২০১৭ পৌর কর্তৃপক্ষের নিকট শুনানির তারিখে হাজির হয়ার সার্টিফিকেট প্রদান পূর্বক বিনা লাইসেন্সে অবমুক্ত করা হয়। ৪। লাইসেন্স প্রদানকৃত সমস্ত অটো-রিকশা সমূহকে লাল এবং সবুজ এই দুটি রং এ আবৃত করার নির্দেশ প্রদান করা হয় এবং চালকদেরকে শনাক্ত করার জন্য বিশেষ পরিচয়পত্র ব্যবহারের নির্দেশ দেয়া হয়।	১। শহরের রাস্তা সমূহকে তীব্র যানজট থেকে রক্ষা করা। ২। ব্যাটারি চালিত অটো-রিকশার পরিসংখ্যান নিরূপণ। ৩। শহরের মধ্যে বেপরোয়া সড়ক দূর্ঘটনার সংখ্যা হ্রাস। ৪। অটো-রিকশা সমূহের প্রকৃত মালিক শনাক্তকরন। ৫। বিদ্যুৎ ব্যবহারের উপর চাপ কমানো। ৬। পৌরসভার উন্নয়ন তহবিল বৃদ্ধি যার ফলে অন্য উন্নয়ন কার্যক্রমের পথ সুগম হবে।	মো: খলিলুর রহমানর জেলা প্রশাসক ময়মনসিংহ
	অনলাইন সফটওয়্যারের মাধ্যমে জেনারেল সার্টিফিকেট মামলার কার্যক্রম সহজীকরণ।	জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের জেনারেল সার্টিফিকেট শাখা একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা। বিভিন্ন সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, ব্যাংকসমূহ গ্রাহকদের কাছ থেকে তাদের পাওনা আদায় করার জন্য সরকারি পাওনা(দাবি) আদায় আইন, ১৯১৩ অনুযায়ী জেনারেল সার্টিফিকেট অফিসারের আদালতে জেনারেল সার্টিফিকেট মামলা দায়ের করে থাকে। মূলত এ ধরনের মামলা পরিচালনার লক্ষ্যে জেনারেল সার্টিফিকেট শাখার পত্তন করা হয়। ময়মনসিংহ কালেক্টরেটের জেনারেল সার্টিফিকেট শাখায় বর্তমানে প্রায় ৩৫০০টি মামলা অনিষ্পত্তিকৃত অবস্থায় রয়েছে। এর মধ্যে ১৯৮৮ সালের পুরাতন মামলাও রয়েছে। মামলাসমূহের কোন ডাটাবেস না থাকায় মামলা নিষ্পত্তি করতে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় সার্টিফিকেটধারী সংস্থাসমূহ তাদের মামলা সংক্রান্ত প্রকৃত তথ্য সম্পর্কে অবগত নয়। এছাড়া মামলা সংক্রান্ত নোটিশ দেনাদারের কাছে সঠিকভাবে পৌছায় না। যার ফলে	এ ধরনের নানাবিধ সমস্যা থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে বর্তমান জেলা প্রশাসক মহোদয়ের নির্দেশনা মোতাবেক জেনারেল সার্টিফিকেট মামলার কার্যক্রম সহজীকরণের নিমিত্তে একটি অনলাইন সফটওয়্যার তৈরির কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। বর্তমানে সফটওয়্যার তৈরির কার্যক্রম প্রায় শেষ। ১। দ্রুত জেনারেল সার্টিফিকেট মামলাসমূহের হালনাগাদ তথ্য পাওয়া যাবে; ২। নতুন কোন মামলা দায়ের হওয়ার সাথে সাথে	Md. Mohinul hasan Assistant Commissioner DC office Mymensingh

		অনিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে।	দেনাদারকে এসএমএস এর মাধ্যমে অবহিত করে সংশ্লিষ্ট আদালতে হাজির হওয়ার জন্য নির্দেশ দেয়া যাবে; ৩। এসএমএস ও নোটিশ বোর্ডের মাধ্যমে সার্টিফিকেটধারী ও দেনাদারকে মামলার অবস্থা সম্পর্কে অবগত করা যাবে; ৪। মামলাসমূহ নিষ্পত্তি করতে কম সময় লাগবে ; ৫। মামলার সর্বশেষ অবস্থা জানতে সার্টিফিকেটধারী ও দেনাদারকে জেনারেল সার্টিফিকেট শাখায় আসতে হবেনা এতে সময় ও খরচের সাশ্রয় হবে।	
	পিভিসি স্যুইচ ভাল্ব সম্বলিত টু পিট ল্যাট্রিন প্রকল্প	১। ''পিভিসি সয়ুইসভাল্ব যুক্ত টু পিট লেট্রিন'' ব্যবহারে পিট পূর্ণ হয়ে গেলে তাৎক্ষণিক ভাবে হাতের কোন স্পর্শ ছাড়াই একটি পিট বন্ধ করে অপরটি চালু করা যায়। ২। আশ্বিন মাস থেকে চৈত্র মাসে মল শুকিয়ে কার্যকরী জৈবসারে পরিণত হবে, যা সংগ্রহ করলে পিটটি খালি হয়ে লেট্রিন পুনরায় ব্যবহার উপযোগী হবে। ৩। মল শুকিয়ে যাওয়ায় তেমন দূর্গন্ধ থাকেনা, ফলে সুইপার সম্প্রদায়ের নেশাগ্রস্থ হওয়ার প্রয়োজন হবেনা। নেশা না করায় তাদের পরিবারে স্বাভাবিক অবস্থা বজায় থাকবে এবং তাদের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া করে সামাজিক ভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হবে এবং তাদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে ফলে সুষ্ঠ পরিবেশে বসবাস করার সুযোগ সৃষ্টি হবে। ৪। সিঙ্গেল পিট লেট্রিনের পাশে আরেকটি পিট স্থাপন করে স্যুইচভাল্ব যুক্ত করার মাধ্যমে খুব কম খরচে (৬৬০০টাকা) সিঙ্গেল পিট লেট্রিনকে টু পিট লেট্রিনে রূপান্তর করা যাবে, ফলে ১০০% স্যানিটেশন সহজে নিশ্চিত করা যাবে। ৫। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বাজার, বাস স্ট্যান্ড, যাত্রী ছাউনী, রেল স্টেশন সহ বিভিন্ন স্থানে প্রয়োজনবোধে এক বা একের অধিক ০৫রিং বিশিষ্ট টু পিট লেট্রিন স্থাপন করা যেতে পারে। সামর্থবান পরিবারসমূহ সামর্থ অনুযায়ী নতুন টু পিট লেট্রিন স্থাপন করতে পারে অথবা সিঙ্গেল পিট লেট্রিনকে টুপিট লেট্রিনে রূপান্তর করতে পারে। কম আয়ের পরিবারসমূহ সরকারী বেসরকারী সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে কিস্তিতে টু পিট লেট্রিনের সুবিধা গ্রহণ করতে পারে। হত দরিদ্র পরিবারসমূহকে সরকার/ বিভিন্ন সংগঠন/ বিভিন্ন দাতা সংস্থার মাধ্যমে ৬৬০০ মূল্যে সিঙ্গেল পিটকে টুপিটে রূপান্তরিত লেট্রিন সরবরাহ করা যেতে পারে। ৬। ২০০৩ সালে স্থানীয় সরকারের আদেশে জনপ্রতিনিধির সমন্বয়ে পরিচালিত বেইজলাইন সার্ভে অনুযায়ী লেট্রিনাইজেশনের কভারেজ মাত্র ২৫% হতে ৩০% পাওয়া যায়, যা বাস্তবায়ন করতে দশ বছর সময় লেগেছে। বর্তমানে এটি সরকারের দৃঢ় পদক্ষেপ ও আন্তরিকতার মাধ্যমে দশ বছরের মধ্যে বাস্তবায়ন করা সম্ভব।	দেশের প্রতিটি পরিবারঃ মল পূর্ণ হওয়ার সাথে সাথে তীব্র দূর্গন্ধযুক্ত মল পরিষ্কার করতে হবেনা বা নতুন একটি লেট্রিন স্থাপন করতে হবেনা। হাতে মলের স্পর্শ ছাড়াই একটি পিট বন্ধ রেখে অন্যটি চালু রাখা যাবে। এতে আর্থিক সাশ্রয় হবে। **কৃষকঃ** মল থেকে পর্যায়ক্রমে প্রতিবছর, ৩ কোটি X ৩০০০= ৯০০০ কোটি টাকার অধিক কার্যকরী জৈবসার উৎপাদন করা যাবে, যা অত্যন্ত ব্যয় সাশ্রয়ী। আর জৈবসার ব্যবহারে জমির উর্বরতা বৃদ্ধি পাবে এবং এর সহজ প্রাপ্যতার ফলে পরিবেশ দূষনকারী রাসায়নিক সারের ব্যবহার কমে যাবে। তাছাড়া অধিক সংখ্যক টু পিট লেট্রিন ব্যবহার হলে গ্রহিতার প্রত্যাশিত সুবিধা ছাড়াও সুইপার সম্প্রদায়ের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে, অনেক লোকের কর্মসংস্থান হবে, সরকারের সার আমদানী বাবদ বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় হবে।	মো: মিজানু রহমান অব: সহকারী প্রকৌশলী জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর ফুলবাড়ীয়া, ময়মনসিংহ।
	কৃষকের জানালা	কৃষকের জানালা বা ডিজিটাল সিস্টেম অফ প্লান্টস প্রবলেম আইডেনটিফিকেশন (ডিপিপিআইএস) কৃষকদের ফসলের নানা সমস্যার দ্রুত ও কার্যকরভাবে সমাধান দেওয়ার একটি ডিজিটাল প্রয়াস। ফসলভিত্তিক নানা সমস্যার চিত্র যৌক্তিকভাবে সাজিয়ে এটি তৈরী করা হয়েছে । এখানে ছবি দেখে কৃষক নিজেই তার সমস্যাটি চিহ্নিত করতে পারেন এবং চিহ্নিত ছবিতে ক্লিক করলেই সমস্যার সমাধান মনিটরে ভেসে উঠবে। এখানে মাঠ ফসল, শাক-সজি, ফল-মূল ও অন্যান্য গাছের রোগ-বালাই, পোকা-মাকড়, সারের ঘাটতি বা অন্যান্য কারণে যেসব সমস্যা হয়; সেসব সমস্যা ও তার সমাধান যুক্ত করা হয়েছে। প্রতিটি সমস্যার একাধিক ছবি এবং কমপক্ষে একটি প্রতিনিধিত্বপূর্ণ ছবি যুক্ত করা হয়েছে; যাতে কৃষক সহজেই তার সমস্যাটি চিহ্নিত করতে পারে। প্রায় দুই বছর ধরে সারাদেশ থেকে বিভিন্ন ফসলের নানা সমস্যার ছবি তোলা হয় এবং সমস্যাগুলো	# সেবা পেতে / দিতে ৬৬.৬৬ % পর্যন্ত সময় সাশ্রয় হয়েছে # সেবা পেতে / দিতে ৮৬.০০ % পর্যন্ত খরচ সাশ্রয় হয়েছে # সেবা পেতে / দিতে ৬৬.৬৬ % পর্যন্ত যাতায়াত সাশ্রয় হয়েছে # কৃষক বিশেষজ্ঞ কর্তৃক প্রমিত সঠিক পরামর্শ সেবা পাচ্ছেন # কৃষকের দোরগোড়ায় সেবা: ইউনিয়ন ডিজিটাল	

		প্রাথমিকভাবে সনাক্ত করার পর তা ডাটাবেজে যুক্ত করা হয়। প্রায় ৮০,০০০ ছবি থেকে বাছাই করে ১২০ টি ফসলের ১০০০ এর বেশি সমস্যার ছবি সমাধানসহ পর্যায়ক্রমে যুক্ত করে কৃষকের জানালা তৈরি করা হয়। প্রতি ১০০ টি সমস্যা কৃষকের জানালায় যুক্ত হলে টেকনিক্যাল এক্সপার্ট কমিটির মিটিং আহবান করে তা পর্যালোচনা করা হয়। এভাবে ১১ টি মিটিংএ ১০০০ এর বেশি সমস্যা ও তার সমাধান পর্যালোচনা ও অনুমোদনের পর তা চুড়ান্ত করা হয়। ডিজিটাল কমপ্লিশন এন্ড স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন অফ প্লান্ট'স প্রবলেম আইডেনটিফিকেশন (ডিপিপিআইএস) প্রকল্প গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের একসেস টু ইনফরমেশন (এটুআই) প্রোগ্রাম-২ এর সার্ভিস ইনোভেশন ফান্ড পুরুস্কার প্রাপ্ত ও অর্থায়নকৃত একটি প্রকল্প। উদ্যোগটি কৃষি বিভাগ কর্তৃক গৃহীত বর্তমানে এটি সারাদেশে স্কেল আপ হয়েছে।	সেন্টার, ফিয়াক ও এআইসিসির মাধ্যমে বাড়ীর কাছেই কৃষক সেবা পাচ্ছেন # কৃষকের হাতের মুঠোয় সেবা: অনেক অগ্রসর কৃষক মোবাইলে কৃষকের জানালা ব্যবহার করে তাৎক্ষণিক সেবা পাচ্ছেন	
	মিড ডে মিল্ক	সকল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মিড ডে মিল' শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা হচ্ছে। মিড ডে মিল চালু করায় বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী উপস্থিতি বেড়েছে। এতে অভিভাবক মহল ব্যাপক সাড়া দিয়েছে। তারা নিজেরাই দুপুরের খাবারের চাল-ডাল জোগান দিচ্ছেন। মিড ডে মিল চালুর লক্ষ্যে কাজ শুরু হয়েছে।শিক্ষার্থীদের সুবিধার্থে এই শিক্ষা ব্যবস্থা চালু রাখতে এলজিএসপির টাকা থেকে বিদ্যালয়গুলোতে পর্যায়ক্রমে দুপুরের রান্নার জন্য বড় সসপেন এবং হাঁড়ি-পাতিল কিনে দেওয়া হবে। ময়মনসিংহ জেলায় এ পর্যন্ত মোট ১৩টি উপজেলায় ২৬৪টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৬২,০৭৪ জন শিক্ষার্থীর মাঝে মিড ডে মিল্ক চালু করা হয়েছে। ৬১,২০০টি টিফিন বক্স বিতরণ করা হয়েছে যা এ জেলার মোট শিক্ষার্থীর ৩২.৭৩%।	সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মাঝে বিদ্যালয়ে উপস্থিত হওয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে।	জেলা শিক্ষা অফিসার, ময়মনসিংহ
	সবুজ ত্রিশাল	১। প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীকে একটি করে **'গাছের হেলথ কার্ড'** দেয়া। উক্ত কার্ডের জীবিত /মৃত নামক দুইটি বক্স রয়েছে। বক্স দুইটি যে কোন একটিতে টিক দেয়ার মাধ্যমে গাছটি জীবিত না মৃত তা জানা যায়। ২। হেলথ কার্ডটিতে একটি হটলাইন নাম্বার (০১৭৮৩-৯৭৭৭০৫) দেয়া আছে। এই নাম্বারটিতে যে কোন ছাত্র-ছাত্রী ২৪ ঘন্টার যে কোন সময়ে ফোন করে তার গাছের অবস্থা জানাতে পারে। ৩। **'তোমার গাছটি কেমন আছে'** শিরোনামে প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীকে একটি ফরম দেয়া হয়েছে। উক্ত ফরমে তারা তাদের গাছা সম্পর্কে ১০(দশ) লাইন রচনা লেখার ব্যবস্থা রয়েছে। ৪। গাছগুলো কেমন আছে তা জানতে বিভিন্ন বিদ্যালয়ে চিত্রাংকন ও রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজনা করা হচ্ছে। ৫। সবুজ ত্রিশাল প্রোগ্রামের মাধ্যমে প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে ৩টি ফলজ, বনজ ও ঔষধী গাছের চারা বিতরণ করা হয়।	১। সরেমজিনে পরিদর্শনের মাধ্যমে জানা যায় ৭৬% এর বেশি গাছ জীবিত রয়েছে। ২। গাছের সাথে ছাত্র-ছাত্রীদের এক ধরণের মালিকানা সম্পর্কে তৈরী হয়েছে। ৩। এই উদ্যোগের ফলে ব্যাক্তিগতম পর্যায়ে সকলের মাঝে বৃক্ষরোপনের প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে।	মো: আবুজাফর রিপন উপজেলা নির্বাহী অফিসার ত্রিশাল, ময়মনসিংহ
	ফ্রি-ওয়াই-ফাই জোন	তথ্য যোগাযোগ প্রবাহকে অবাধ ও সার্বজনিন করার মাধ্যমে সত্যিকার ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তোলার জন্য সবার জন্য ইন্টারনেট সেবা পৌছে দেওয়ার অত্যন্ত জরুরি। এই বাস্তবতাকে সামনে রেখে নান্দাইল উপজেলা পরিষদ ক্যাম্পাসকে ওয়াই ফাই জোনের আওতায় আনা হয়েছে। অফিসে ব্যবহৃত ল্যাপটপ/কম্পিউটারসহ অভ্যাগত সেবা প্রার্থিরা এখানে থেকে ফ্রি ওয়াই জোন ব্যবহার করতে পারবেন।	পুরো উপজেলা পরিষদ ওয়াই ফাই এর আওতায় আনা হয়েছে।	মো: হাফিজুর রহমান উপজেলা নির্বাহী অফিসার নান্দাইল, ময়মনসিংহ
	উপজেলা ভূমি অফিসের সেবা উদ্যান ও সেবা প্রার্থীদের অপেক্ষাগার নির্মাণ	উপজেলা ভূমি অফিসের সম্মুখে সেবা উদ্যাগ নির্মাণ করা হবে। সেবা উদ্যানের অভ্যন্তরে থাকবে সুনিবিড়ি শ্যামল অপেক্ষাগার। সেবাপ্রার্থীদের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় লাভের সুযোগ পাবে।	উপজেলা ভূমি অফিসের সম্মুখে অফিসের কিছু বেহাত হওয়া জায়গা উদ্ধারপূর্বক আবর্জনাপূর্ণ ডোবাগুলো মাটি দিয়ে ভরাট করে ব্যবহার উপযোগী করা হয়েছে। এখানে সেবা উদ্যাগ এবং অপেক্ষাগার নির্মাণ কাজ শুরু করা হয়েছে।	তামীম আল ইয়ামিন সহকারী কমিশনার (ভূমি) নান্দাইল, ময়মনসিংহ।
	উপজেলা ভূমি অফিসে সিসিটিভি স্থাপন	উপজেলা ভূমি অফিসের সকল কাজে দক্ষতা গতিশীলতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা জন্য পুরো অফিস সিসি ক্যামেরার আওতায় আনা।	উপজেলা ভূমি অফিস সিসি ক্যামারার আওতাভূক্ত করা হয়েছে। চারটি ক্যামারা পর্যায়ক্রমে বসানো হবে।	তামীম আল ইয়ামিন সহকারী কমিশনার (ভূমি) নান্দাইল, ময়মনসিংহ।

ক্র:	অফিস/ দপ্তরের নাম	ইনোভেশনের নাম	ইনোভেশনের বিবরণ	ইনোভেশন কার্যক্রম শুরুর পূর্বের অবস্থা	কার্যক্রম শুরুর পর বর্তমান অবস্থা
১.	জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ময়মনসিংহ	পরিচ্ছন্ন ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ জেলা ও বিভাগীয় শহরটি পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখাই উদ্যোগটির মূল উদ্দেশ্য। এখানে শহরের অত্যন্ত মনোরম পরিবেশে গড়ে ওঠা পার্কটিতে সাধারণ হকার এবং বিভিন্ন দোকানের সমন্বয়ে গড়ে ওড়া বাজারটিকে উচ্ছেদ করা। পার্কে বাজে লোকের আড্ডা বন্ধ করা এবং পার্কটি ময়লা-আবর্জনা মুক্ত রাখা। এছাড়াও শহরের প্রত্যেকটি রাস্তা এবং স্থাপনা যেন পরিস্কার পরিচ্ছন্ন থাকে সে ব্যবস্থা করা। শহরের প্রত্যোকটি রাস্তা অপ্রয়োজনীয় ব্যানার, পোস্টার বা লেখনি তোলে ফেলা।	শহরের অত্যন্ত মনোরম পরিবেশে গড়ে ওঠা পার্কটিতে সাধারণ হকার এবং বিভিন্ন দোকানের সমন্বয়ে একটি বাজার গড়ে উঠে ছিল এবং পার্কে বাজে লোকের আড্ডা ছিল । পার্কটি ময়লা-আবর্জনা যুক্ত ছিল। শহরের রাস্তাগুলি অপ্রয়োজনীয় ব্যানার, পোস্টার বা লেখনি ভরে গিয়েছিল।	পার্কটি এখন হকার মুক্ত এবং পার্কে বাজে লোকের আড্ডা বন্ধ হয়েছে। পার্কটি ময়লা-আবর্জনা মুক্ত হয়েছে। শহরের রাস্তাগুলি অপ্রয়োজনীয় ব্যানার, পোস্টার বা লেখনি অপসারণ করা হয়েছে। জেলা প্রশাসন এবং পৌরসভায় যৌথ উদ্যোগে এখন শিক্ষা নগরি ময়মনসিংহ শহরটি অনেক সুন্দর, পরিস্কার পরিচ্ছন্ন হয়েছে।
২.	উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, সদর, ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ সদর উপজেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদরকে বিজ্ঞানমস্ক ও মুক্তিযোদ্ধের চেতনা সমৃদ্ধ আলোকিত মানুষ গড়ার লক্ষ্যে মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যমে শিক্ষা ও উদ্দীপনামূলক চলচিত্র প্রদর্শন	ইউনিয়ন পর্যায়ের একটি বিদ্যালয়কে বাছাই করে সপ্তাহে একদিন মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যমে বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে বিজ্ঞান ভিত্তিক , মুক্তিযোদ্ধের চেতনা সমৃদ্ধ, শিশুতোষ ও উদ্দীপনা মূলক চলচিত্র প্রদর্শণ করা হবে। এর ফলে স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের লেখা পড়ার পাশাপাশি অন্য বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করতে পারবে এবং শ্রেণীকক্ষে উপস্থিতির হার বৃদ্ধি পাবে।	উপজেলার ইউনিয়ন পর্যায়ের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রমের উদ্দীপনা বাড়ানো শ্রেণীকক্ষে ছাত্র-ছাত্রীদের উপস্থিতির সংখ্যা বাড়ানো ও তাদের লেখা পড়ায় মনোযোগ বাড়াবে এবং পাঠ্য বইয়ের সিলেবাস ছাড়াও অন্য বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করতে পারবে। পাশাপাশি নানা উদ্ভাবনী শক্তি দেখে প্রযুক্তিতে সমৃদ্ধ হবে। ভবিষ্যতে যা তাদেরকে আলোকিত মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে সাহায্য করবে। তার একটি ডাটাবেইজ ইউনিয়ন পর্যায়ে একটিপরিবারের সকল প্রকার তথ্য আনয়ন করা। বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের কার্যক্রম দ্রুত নিষ্পন্ন হবে ও জগগনের ভোগান্তি কমবে।	
৩.	উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ	সবুজ ত্রিশাল	১। প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীকে একটি করে 'গাছের হেলথ কার্ড' দেয়া। উক্ত কার্ডের জীবিত /মৃত নামক দুইটি বক্স রয়েছে। বক্স দুইটি যে কোন একটিতে টিক দেয়ার মাধ্যমে গাছটি জীবিত না মৃত তা জানা যায়। ২। হেলথ কার্ডটিতে একটি হটলাইন নাম্বার (০১৭৮৩-৯৭৭৭০৫) দেয়া আছে। এই নাম্বারটিতে যে কোন ছাত্র-ছাত্রী ২৪ ঘন্টার যে কোন সময়ে ফোন করে তার গাছের অবস্থা		১। সরেমজিনে পরিদর্শনের মাধ্যমে জানা যায় ৭৬% এর বেশি গাছ জীবিত রয়েছে। ২। গাছের সাথে ছাত্র-ছাত্রীদের এক ধরণের মালিকানা সম্পর্কে তৈরী হয়েছে। ৩। এই উদ্যোগের ফলে ব্যাক্তিগতম পর্যায়ে সকলের মাঝে বৃক্ষরোপনের প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

			জানাতে পারে। ৩। 'তোমার গাছটি কেমন আছে' শিরোনামে প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীকে একটি ফরম দেয়া হয়েছে। উক্ত ফরমে তারা তাদের গাছা সম্পর্কে ১০(দশ) লাইন রচনা লেখার ব্যবস্থা রয়েছে। ৪। গাছগুলো কেমন আছে তা জানতে বিভিন্ন বিদ্যালয়ে চিত্রাংকন ও রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজনা করা হচ্ছে। ৫। সবুজ ত্রিশাল প্রোগ্রামের মাধ্যমে প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে ৩টি ফলজ, বনজ ও ঔষধী গাছের চারা বিতরণ করা হয়।		
৪.	উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, ভালুকা, ময়মনসিংহ	ভালুকা পৌরসভা ও হবিরবাড়ী ইউনিয়নের ১৫টি মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শতভাগ শিক্ষককে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম পরিচালনায় সক্ষমকরণ	উদ্যোগটি বাস্তবায়িত হলে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর শতভাগ মাল্টিমিডিয়া এক্সেসেসরিজ ব্যবহার করে ক্লাস নিতে সমর্থ হবে।		
৫.	উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, গফরগাঁও, ময়মনসিংহ	সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে রিডিং রিকভারী নামক টেইলর মেথড চালুকরণ	গত এপ্রিল মাসের ১২ তারিখ উক্ত বিষয়ে উপজেলার সমগ্র শিক্ষকদেরকে নিয়ে এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মো: নজরুল ইসলাম খান সাবেক শিক্ষা সচিব, কিউরেটর বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘর, পরিচালক পরিচালনা পর্ষদ বাংলাদেশ বিমান এয়ার লাইন্স এবং সরকারের যুগ্ম সচিব জনাব মো: ফসিউল্লাহ।	বর্তমান গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বলিষ্ঠ নেতৃত্বে ইতোমধ্যেই প্রাথমিক শিক্ষায় আমরা এক অভুতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছি। গুনগত শিক্ষা নিশ্চিত করা এখন আমাদের সামনে বড় চ্যালেঞ্জ। মাঠ পর্যায়ের দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে আমাদের প্রাণের ভাষা, মায়ের ভাষা বাংলায় শিশুদের পড়ার দক্ষতায় যথেষ্ঠ দুর্বলতা রয়েছে। এই দুর্বলতা কাটিয়ে উঠার জন্য রিডিং রিকভারি নামে একটি গবেষণা ভিত্তিক, স্বল্পকালীন ১ম গ্রেডের শিক্ষার্থীদের জন্য একটি বিশেষ নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা যেখানে প্রশিক্ষিত শিক্ষকবৃন্দ নিবিড়ভাবে ওয়ান টু ওয়ান পদ্ধতিতে অর্ধঘন্টা করে শিখন শেখানো কার্যক্রম সম্পাদন করে থাকেন।	
৬.	উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, হালুয়াঘাট,	Notification of LD Tax through electronic media.	ভূমি উন্নয়ন করের দাবী নির্ধারন করে ৩টি, একটি ভার্চুয়াল রেজিস্টার -২ তৈরি করে একটি ডাটাবেজ তৈরি করা হবে। সেই		

[illegible]	ময়মনসিংহ		ডাটাবেজ হতে ভূমি মালিকদের কাছে ভূমি উন্নয়ন করের দাবী বকেয়া সুদ প্রভৃতি তথ্য সহ অটোমেটিক্যালি এসএমএস চলে যাবে।		
৭.	জনাব জাকির হোসেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার হালুয়াঘাট, ময়মনসিংহ	উপজেলা পরিষদকে সিসি টিভি ক্যামেরার আওতাভূক্তকরণ	উপজেলা পরিষদের বিভিন্ন অফিস, বারান্দা, রাস্তা, চত্বর সিসি ক্যামেরার আওতাভূক্ত করা হয়েছে।	বর্তমানে চুরি ছিনতাই রোধ, নিরাপত্তা স্বচ্ছতা ও জবাব দিহিতা নিশ্চিত করা যাচ্ছে। সর্বোচ্চ সতর্কতা বিরাজ করছে।	
৮.	জনাব জাকির হোসেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার হালুয়াঘাট, ময়মনসিংহ	উপজেলা ভূমি অফিস সিসি টিভি ক্যামেরার আওতাভূক্তকরণ	উপজেলা ভূমি অফিসের বিভিন্ন, বারান্দা, রাস্তা, চত্বর সিসি ক্যামেরার আওতাভূক্ত করা হয়েছে।	বর্তমানে চুরি ছিনতাই রোধ, নিরাপত্তা স্বচ্ছতা ও জবাব দিহিতা নিশ্চিত করা যাচ্ছে। সর্বোচ্চ সতর্কতা বিরাজ করছে।	
৯.	জনাব জাকির হোসেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার হালুয়াঘাট, ময়মনসিংহ	SMS এর মাধ্যমে ভূমি উন্নয়ন কর অবহিতকরণ	ভূমি মালিককে মোবাইলে এসএমএস এর মাধ্যমে ভূমি উন্নয়ন করের দাবির পরিমাণ জানানো।	ভূবনকুড়া, জুগলী, কৈচাপুর, হালুয়াঘাট, গাজিরভিটা ও আমতৈল ইউনিয়নের ভূমি মালিকদের এসএমএস এর মাধ্যমে ভূমি উন্নয়ন করের দাবির পরিমাণ অবহিত করার ব্যাপক হারে ভূমি উন্নয়ন কর আদায় করা হচ্ছে।	
১০.	সভাপতি সানফ্লাওয়ার মডেল স্কুল হালুয়াঘাট, ময়মনসিংহ।	মাতৃকানন	সানফ্লাওয়ার মডেল স্কুলে মাতৃকানন স্থাপন (বিদ্যালয়ের অভিভাবকগণএর বসার জন্য ও বাচ্চাদের নাস্তা খাওয়ানো স্থান।	মাতৃকানন স্থাপনের ফলে অভিভাবকগণ সুশৃঙ্খলভাবে উক্ত স্থানে বিশ্রাম করছেন ও বাচ্চাদের নাস্তা খাওয়াচ্ছেন। ফলে স্কুলের অভ্যন্তরে শৃঙ্খলা বিরাজ করছে।	
১১.	ডা: আব্দুল কাদের উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ অফিসার	টেলি মেডিসিন	উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা দপ্তর ০১৭৩০-৩২৪৫২৫ ও মোবাইল নম্বরে সার্বক্ষণিক যুগোপযোগী টেলিমেডিসিন সেবা প্রদান করা হয়	মোবাইল নম্বরের মাধ্যমে টেলি মেডিসিন সেবা প্রদান করা হচ্ছে। ফলে সময় ও খরচ হ্রাস পাচ্ছে	
১২.	ডা: এ কে এম আনিসুর রহমান উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা	উন্নত জাতের ঘাস চাষ	ক্যাম্পাসে উন্নতজাতের ঘাসের প্রদর্শনী প্লট তৈরীকরণের মাধ্যমে ঘাসের চারা উৎপাদন	এতে করে বিভিন্ন এলাকায় ব্যাপকভাবে ঘাসচাষ বৃদ্ধি পেয়েছে	
১৩.	মোহাম্মদ কামরুল হুদা	এসএমএস এর সাহায্যে যোগাযোগ	হালুয়াঘাট উপজেলাধীন অধিকাংশ সমবায় সমিতির এসএমএস ও সামাজিক	স্বচ্ছতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সময় হ্রাস পাচ্ছে	

	উপজেলা সমবায় অফিসার		যোগাযোগের মাধ্যমে তথ্য আদান প্রদান করা যাচ্ছে		
১৪.	জনাব জাকির হোসেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার হালুয়াঘাট, ময়মনসিংহ	যৌতুক ও বাল্য বিবাহ রোধ	যৌতুক বিরোধী ও বাল্য বিবাহ নিরোধ করার জন্য সভা সমিতি , সেমিনার, লিফলেট বিতরণ পোস্টার ও ফেস্টুন তৈরী বিভিন্ন, শ্লোগান ইত্যাদির মাধ্যমে যৌতুক ও বাল্য বিবাহ নিরোধ করা হয়েছে এবং ইতোমধ্যে ৩ ডিসেম্বর ২০১৬ হালুয়াঘাট উপজেলাকে বাল্য বিবাহমুক্ত ঘোষণা করা হয়েছে।	যৌতুক বিরোধী ও বাল্য বিবাহ নিরোধ বিষয়ে সমবায় সমিতিতে ব্যাপক প্রচার প্রচারণার ফলে বাল্য বিবাহ রোধ হয়েছে।	
১৫.	উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, নান্দাইল, ময়মনসিংহ	ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের মাধ্যমে জমির মাঠ পর্চা/নকলের আবেদন	উদ্যোগটি বাস্তবায়িত হলে জনগণের যাতায়াত খরচ, সময় বাচবে। ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের উদ্যোগতার আয় ও সক্ষমতা বাড়বে।	উদ্যোগটি প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে। এর কারিগরি ও প্রায়োগিক দিক যাচাই করা হচ্ছে। প্রথম পর্যায়ে নান্দাইল উপজেলার শেরপুর ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারকে বাছাই করা হয়েছে।	
১৬.	উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, ঈশ্বরগঞ্জ, ময়মনসিংহ	উপজেলা পর্যায়ে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি সমূহ ওয়েব পোর্টালে সন্নিবেশনের মাধ্যমে উপকারভোগীর দ্বৈততা পরিহার করে সরকারী সহায়তার সুষম বন্টন নিশ্চিত করা।	উপজেলা পর্যায়ে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি সমূহ ওয়েব পোর্টালে সন্নিবেশনের মাধ্যমে উপকারভোগীর দ্বৈততা পরিহার করে সরকারী সহায়তার সুষম বন্টন নিশ্চিত করা যাবে।	উপজেলা পর্যায়ে সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচি সমূহ ডিজিটালাইজড পদ্ধতির বর্তমান অগ্রগতি প্রায় ৩০%। তবে আশা করা যাচ্ছে যে, আগামী জুন ২০১৬ মধ্যে কর্মপরিকল্পনা ১০০% বাস্তবায়িত হবে।	
১৭.	উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, গৌরীপুর, ময়মনসিংহ	উপজেলা পরিষদ চত্বর ডিজিটাল ডিসপ্লে এবং হেল্প ডেস্ক স্থাপন	উপজেলা পরিষদ চত্বর ডিজিটাল ডিসপ্লে স্থাপন করা হয়েছে যেখানে সকল দপ্তরের কর্মকর্তাদের নাম, পদবী ও মোবাইল নম্বর এবং ই-মেইল ডিজিটাল ডিসপ্লেতে যুক্ত রয়েছে।	সেবাগ্রহীতার Time Cost and Visit (TCV) বেশী লাগত /সেবা সহজীকরণ প্রক্রিয়া ডিজিটাল পদ্ধতির আওতায় ছিল না। সেবাগ্রহীতাগণ তাদের নির্ধারিত কর্মকর্তা বা দপ্তরের ঠিকানা খোজে পেত না এবং সহজে যোগাযোগ করতে পারতো না। আধুনিক সিটিজেন চার্টার ডিসপ্লেতে না থাকায় তাদের অধিকার/ দায়িত্ব এবং কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন ছিল না।	১। ডিজিটাল ডিসপ্লে বাস্তবায়নে নির্বিঘ্নে দ্রুত সময়ে এবং স্বল্প ব্যয়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয় হতে সেবা গ্রহীতাগণ প্রাপ্ত আবেদন/অভিযোগ যথাসময়ে নিষ্পত্তি করা সম্ভব হচ্ছে। এছাড়াও একটি হেল্প ডেস্ক স্থাপন করা হয়েছে যেখানে আগত সেবা প্রার্থীগণ আবেদন সুনির্দিষ্ট রেজিস্ট্রার খুলে CDDR (Complaint Dairy & Disposal Register) এন্ট্রি করাসহ নিষ্পত্তি করা হচ্ছে। এখন সেবাগ্রহীতার TCV হ্রাস পেয়েছে। ০২। নাগরিক সেবা সহজীকরণের জন্য বিদ্যমান ব্যবস্থা সংস্কার সাধন করা এবং আধুনিক প্রজন্মের সিটিজেন চার্টারের

			আগামী ডিসেম্বর ২০১৬ এর মধ্যে শতভাগ সম্পন্ন হবে মর্মে আশা করা যায়।	উদ্দেশ্যটি সাধন সহজ হবে।	
২০.	উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, ধোবাউড়া, ময়মনসিংহ	দ্রুত, সহজে, স্বল্প ব্যয়ে ও বিনা ভোগান্তিতে আবেদন/ অভিযোগ নিষ্পত্তি	১। Specific CDDR (Complain Dairy & Disposal Register) সৃজন। ২। Online System এ ই-মেইল/এসএমএস / এ্যাপস এর মাধ্যমে আবেদন গ্রহণ। ৩। সুনির্দিষ্ট সময় উল্লেখপূর্বক অন্যান্য অফিস হতে প্রতিবেদন চাওয়া। ৪। প্রতিবেদন পাওয়ার পর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং অফ-লাইন/ অন-লাইনে জানিয়ে দেওয়া। ৫। প্রস্তাবিত পদ্ধতিতে অফ-লাইন/ অন-লাইনে আবেদন নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে সর্বাধিক এক সপ্তাহের মধ্যে সেবা প্রদান প্রায় ৮০ শতাংশ অর্থ সাশ্রয় করা যাবে এবং নাগরিকদের একের অধিক বার সেবা পেতে অফিসে আসতে হবে না।		
২১.	উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, ফুলপুর, ময়মনসিংহ	অফিস ব্যবস্থাপনা সফটওয়ার			
২২.	উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, তারাকান্দা, ময়মনসিংহ	ওয়ানস্টপ সার্ভিস			সফটওয়্যার তৈরী করা হয়েছে। তথ্য আপলোডের কাজ চলছে।

ময়মনসিংহ জেলার বাস্তবায়নাধীন ইনোভেশন উদ্যোগসমূহ:

ক্র:	উদ্ভাবনী উদ্যোগের শিরোনাম	উদ্ভাবকের নাম ও পরিচিতি	অগ্রগতি	মন্তব্য
১.	ওয়ানস্টপ সার্ভিস	জনাব মোহাম্মদ শের মাহবুব মুরাদ উপজেলা নির্বাহী অফিসার তারাকান্দা, ময়মনসিংহ।	সফটওয়্যার তৈরী করা হয়েছে। তথ্য আপলোডের কাজ চলছে।	আগামী জুন ২০১৬ তে কার্যক্রম সমাপ্ত হবে।
২.	গৌরীপুর উপজেলায় জনগণের দ্রুত সেবা নিশ্চয়তার জন্য উপজেলা পরিষদের মূল ফটক, পৌরসভার জনগুরুত্বপূর্ণ স্থান ও ইউনিয়ন পরিষদে ডিজিটাল ডিসপ্লেস্ত স্থাপন।	জনাব মর্জিনা আক্তার উপজেলা নির্বাহী অফিসার গৌরীপুর, ময়মনসিংহ। ০১৭৮২-০০৭৩৯৩	কাজের অগ্রগতি ২০%। তিনটি প্রতিষ্ঠান থেকে দরপত্র আহবান করা হয়েছে। জনগণের দ্রুত সেবা নিশ্চয়তার জন্য সরকারী প্রত্যেক দপ্তরের কর্মকর্তাগণকে তার দপ্তরের একটি নির্ধারিত নাম্বার সংগ্রহের কাজ চলমান রয়েছে।	জুন ২০১৬ এর মধ্যে কাজ সমাপ্ত হবে।
৩.	কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে গর্ভধারণ হার বৃদ্ধি	১. জনাব সিদ্ধার্থ শংকর কুন্ডু উপজেলা নির্বাহী অফিসার গফরগাঁও, ময়মনসিংহ। ২। জনাব মোঃ জুলহাস উদ্দিন খান উপজেলা প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা, গফরগাঁও, ময়মনসিংহ	কৃত্রিম প্রজনন সেবা গ্রহণকারী গবাদি প্রাণির মালিকদের তালিকা তৈরি করা হয়েছে এবং এসএমএস এর মাধ্যমে সেবা প্রাপ্তির জন্য ডাটাবেইজ তৈরির কাজ চলমান। মে ৩০, ২০১৬ এর মধ্যে কার্যক্রম সম্পন্ন হবে।	সুষম খাদ্য ব্যবস্থাপনা, গরম হওয়ার লক্ষণ, সর্বোত্তম সময় ইত্যাদি বিষয়গুলো অফিসের ল্যাপটপ/ট্যাব মোবাইলে সংরক্ষিত থাকবে, খামারীদের প্রত্যাশা অনুযায়ী সরবরাহ করা যাবে। এছাড়াও প্রতিকারের প্রতিটি পদক্ষেপ ভিডিও চিত্র/পেন ড্রাইভে প্রদান করা যেতে পারে এবং এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট প্রাণীসম্পদ খামারীদের মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টরের মাধ্যমে প্রতিকারের বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা যেতে পারে। সর্বোপরি সরেজমিনে উপজেলা হতে অফিসার প্রেরণের মাধ্যমে, সরাসরি খামার ট্রিটমেন্টের মাধ্যমে ও প্রয়োজনীয় ঔষধ সরবরাহের মাধ্যমে সেবা প্রদান করা যেতে পারে।
৪.	কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে গর্ভধারণ হার বৃদ্ধি	১. জনাব মোঃ রাশেদ হোসেন চৌধুরী উপজেলা নির্বাহী অফিসার ফুলপুর, ময়মনসিংহ ২। জনাব ডা. মোঃ রানা মিয়া উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ফুলপুর, ময়মনসিংহ	উদ্যোগটি জুন ২০১৬ তে সম্পন্ন হবে।	সুষম খাদ্য ব্যবস্থাপনা, গরম হওয়ার লক্ষণ, সর্বোত্তম সময় ইত্যাদি বিষয৯গুলো অফিসের ল্যাপটপ/ট্যাব মোবাইলে সংরক্ষিত থাকবে, খামারীদের প্রত্যাশা অনুযায়ী সরবরাহ করা যাবে। এছাড়াও প্রতিকারের প্রতিটি পদক্ষেপ ভিডিও চিত্র/পেন ড্রাইভে প্রদান করা যেতে পারে এবং এ বিষয়ে সংশি□ষ্ট প্রাণীসম্পদ খামারীদের মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টরের মাধ্যমে প্রতিকারের বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা যেতে পারে। সর্বোপরি সরেজমিনে উপজেলা হতে অফিসার প্রেরণের মাধ্যমে সরাসরি খামার ট্রিটমেন্টের মাধ্যমে ও প্রয়োজনীয় ঔষধ সরবরাহের মাধ্যমে সেবা প্রদান করা যেতে পারে।
৫.	উপজেলা পর্যায়ে সামাজিক	(রাজীব কুমার সরকার)	উপজেলা পর্যায়ে সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচি সমূহ	উপজেলা পর্যায়ে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি সমূহ ওয়েব

	নিরাপত্তা কর্মসূচি সমূহ ওয়েব পোর্টালে সন্নিবেশনের মাধ্যমে উপকারভোগীর দ্বৈততা পরিহার করে সরকারী সহায়তার সুষম বন্টন নিশ্চিত করা।	উপজেলা নির্বাহী অফিসার ঈশ্বরগঞ্জ, ময়মনসিংহ।	ডিজিটালাইজড পদ্ধতির বর্তমান অগ্রগতি প্রায় ৩০%। তবে আশা করা যাচ্ছে যে, আগামী জুন ২০১৬ মধ্যে কর্মপরিকল্পনা ১০০% বাস্তবায়িত হবে।	পোর্টালে সন্নিবেশনের মাধ্যমে উপকারভোগীর দ্বৈততা পরিহার করে সরকারী সহায়তার সুষম বন্টন নিশ্চিত করা যাবে।
৬.	ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের মাধ্যমে জমির মাঠ পর্চা/নকলের আবেদন	নান্দাইল উপজেলার ইনোভেশন টিম	উদ্যোগটি প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে। এর কারিগরি ও প্রায়োগিক দিক যাচাই করা হচ্ছে। প্রথম পর্যায়ে নান্দাইল উপজেলার শেরপুর ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারকে বাছাই করা হয়েছে।	উদ্যোগটি বাস্তবায়িত হলে জনগণের যাতায়াত খরচ, সময় বাচবে। ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের উদ্যোগতার আয় ও সক্ষমতা বাড়বে।
৭.	Notification of LD Tax through electronic media.	জনাব শিহাব উদ্দিন আহমেদ সহকারী কমিশনার (ভূমি) হালুয়াঘাট, ময়মনসিংহ। ০১৭৩৩-৩৭৩৩৪৩	উদ্যোগটির কার্যক্রম জুন ২০১৬ তে শেষ হবে।	ভূমি উন্নয়ন করের দাবী নির্ধারন করে ৩টি, একটি ভার্চুয়াল রেজিস্টার -২ তৈরি করে একটি ডাটাবেজ তৈরি করা হবে। সেই ডাটাবেজ হতে ভূমি মালিকদের কাছে ভূমি উন্নয়ন করের দাবী বকেয়া সুদ প্রভৃতি তথ্য সহ অটোমেটিক্যালি এসএমএস চলে যাবে।
৮.	অতিদরিদ্রদের ডাটা বেইজ প্রস্তুত করণ	জনাব মো: জুলনার নায়ন উপজেলা নির্বাহী অফিসার মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ।	এ পাইলট প্রকল্পটির আওতায় প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা ইউপি চেয়ারম্যান ও উদ্যোক্তাদের সহযোগীতায় ইতোমধ্যে ৫৫ ভাগ ডাটা এন্ট্রির কাজ সম্পন্ন করেছেন। আগামী ডিসেম্বর ২০১৬ এর মধ্যে শতভাগ সম্পন্ন হবে মর্মে আশা করা যায়।	এই ডাটা বেইজ তৈরী করে প্রকৃত অতিদরিদ্রদের একটি তালিকা উপজেলা কমিটির কাছে রাখবে। ফলে এ প্রকল্পের প্রকৃত উদ্দেশ্য অর্থাৎ অতিদরিদ্রের সামাজিক নিরাপত্তা দেওয়ার উদ্দেশ্যটি সাধন সহজ হবে।
৯.	সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে রিডিং রিকভারী নামক টেইলর মেথড চালুকরণ	জনাব মো: আনোয়ারুল ইসলাম উপজেলা শিক্ষা অফিসার গফরগাঁও, ময়মনসিংহ।	গত এপ্রিল মাসের ১২ তারিখ উক্ত বিষয়ে উপজেলার সমগ্র শিক্ষকদেরকে নিয়ে এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মো: নজরুল ইসলাম খান সাবেক শিক্ষা সচিব, কিউরেটর বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘর, পরিচালক পরিচালনা পর্ষদ বাংলাদেশ বিমান এয়ার লাইন্স এবং সরকারের যুগ্ম সচিব জনাব মো: ফসিউল্লাহ।	বর্তমান গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বলিষ্ট নেতৃত্বে ইতোমধ্যেই প্রাথমিক শিক্ষায় আমরা এক অভুতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছি। গুনগত শিক্ষা নিশ্চিত করা এখন আমাদের সামনে বড় চ্যালেঞ্জ। মাঠ পর্যায়ের দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে আমাদের প্রাণের ভাষা, মায়ের ভাষা বাংলায় শিশুদের পড়ার দক্ষতায় যথেষ্ট দুর্বলতা রয়েছে। এই দুর্বলতা কাটিয়ে উঠার জন্য রিডিং রিকভারি নামে একটি গবেষণা ভিত্তিক, স্বল্পকালীন ১ম গ্রেডের শিক্ষার্থীদের জন্য একটি বিশেষ নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা যেখানে প্রশিক্ষিত শিক্ষকবৃন্দ নিবিড়ভাবে ওয়ান টু ওয়ান পদ্ধতিতে অর্ধঘন্টা করে শিখন শেখানো কার্যক্রম সম্পাদন করে থাকেন।

সমাপ্ত উদ্যোগসমূহ:

ক্র:	উদ্ভাবনী উদ্যোগের শিরোনাম	উদ্ভাবকের নাম ও পরিচিতি	মন্তব্য
১৯.	দ্রুত, সহজে, স্বল্প ব্যয়ে ও বিনা ভোগান্তিতে আবেদন/ অভিযোগ নিষ্পত্তি	জনাব মোহাম্মদ আনিসুজ্জামান খান উপজেলা নির্বাহী অফিসার ধোবাউড়া, ময়মনসিংহ।	১। Specific CDDR (Complain Dairy & Disposal Register) সৃজন। ২। Online System এ ই-মেইল/এস.এম.এস/এ্যাপস এর মাধ্যমে আবেদন গ্রহণ। ৩। সুনির্দিষ্ট সময় উল্লেখপূর্বক অন্যান্য অফিস হতে প্রতিবেদন চাওয়া। ৪। প্রতিবেদন পাওয়ার পর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং অফ-লাইন/ অন-লাইনে জানিয়ে দেওয়া। ৫। প্রস্তাবিত পদ্ধতিতে অফ-লাইন/ অন-লাইনে আবেদন নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে সর্বাধিক এক সপ্তাহের মধ্যে সেবা প্রদান প্রায় ৮০ শতাংশ অর্থ সাশ্রয় করা যাবে এবং নাগরিকদের একের অধিক বার সেবা পেতে অফিসে আসতে হবে না।
২০.	মাল্টিমিডিয়া ক্লাশের উন্নয়নের লক্ষ্যে গৌরীপুর উপজেলাধীন শাহগঞ্জ স্কুল এন্ড কলেজ এর মাধ্যমিক/কলেজ পর্যায়ের প্রশিক্ষণবিহীন শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান এবং ক্লাশে মাল্টিমিডিয়া ব্যবহার নিশ্চিতকরণ	মো: জাহাঙ্গীর হোসেন উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার গৌরীপুর, ময়মনসিংহ। ০১৭১৬-০৩৬৫৭৭	প্রতিষ্ঠানটিতে নিয়োজিত শিক্ষক সংখ্যা মোট ২৪ জন (মাধ্যমিক পর্যায়-১০ জন, উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে-১৪ জন) তন্মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষক সংখ্যা ১০জন, অন্য ১৪ জন শিক্ষক প্রশিক্ষণবিহীন। প্রশিক্ষণবিহীন শিক্ষকদের মাল্টিমিডিয়া ব্যবহার করে ক্লাশ নেয়ার লক্ষ্যে তাদের আভ্যন্তরিন প্রশিক্ষণ প্রদান কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। রিসোর্স পারসন হিসেবে দায়িত্ব পালন করে উপজেলাধীন একজন দক্ষ আইটি শিক্ষক। উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, গৌরীপুর, ময়মনসিংহ সমন্বয়কের ভূমিকা পালন করেন। উদ্যোগটি সমাপ্ত হয়েছে। কিন্তু উদ্যোক্তা এটি আর পাইলটিং করেন নাই। পাইলটিং এর জন্য পরামর্শ দেয়া হয়েছে।
২১.	এক অবস্থানে সেবা প্রদান	জনাব মো: আতিকুজ্জমান চৌধুরী ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার ময়মনসিংহ পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২ বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড।	আবেদনকারী/গ্রাহকের যে কোন সমস্যা এক অবস্থানে সেবার মাধ্যমে সমাধান করা হয়। বিদ্যুৎ লাইনের যে কোন অভিযোগ দ্রুত সমাধানের ব্যবস্থা করা হয়। প্রাপ্ত আবেদনের প্রাথমিক ও কারিগরী দিক যাচাই পূর্বক আবেদনকারীকে অবহিত করা হয়। **এই উদ্যোগটি জাতীয়ভাবে গৃহীত হয়ে বিদ্যুৎ বিভাগ কর্তৃক সারাদেশ ব্যাপী বর্তমানে কার্যকর করা হয়েছে।**
২২.	বিভিন্ন প্রজাতির মাছ চাষ বিষয়ক পরামর্শ পত্র।	১. জনাব সিদ্ধার্থ শংকর কুন্ডু উপজেলা নির্বাহী অফিসার গফরগাঁও, ময়মনসিংহ। ২। জনাব মো: জহিরুল ইসলাম আকন্দ সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, গফরগাঁও, ময়মনসিংহ	উপজেলা মৎস্য অফিসের হট লাইন মোবাইল নং বিভিন্ন সভা, সমাবেশ ও জনপ্রতিনিধিদের মাধ্যমে চাষী পর্যায়ে পৌঁছে দেয়া হয়েছে। যে কোন সময় যে কোন মাছ চাষ সম্পর্কিত সমস্যার জন্য মোবাইলে ফোন করে কাঙ্খিত সেবা পাচ্ছে। তাছাড়া অনেক চাষী সরাসরি অফিসে এসে তার সক্ষমতা অনুযায়ী ভিডিও ক্লিপ, বিভিন্ন ধরনের লিফলেট/হ্যান্ড আউট এর মাধ্যমে জ্ঞান অর্জন করছে। অনেক ক্ষেত্রে সরেজমিনে মাঠে গিয়ে মাছ চাষ বিষয়ক পরামর্শ দেয়া হচ্ছে এবং তার বন্ধু চাষীদেরকেও বিজ্ঞান ভিত্তিক মাছ চাষের বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে। প্রজাতি ভিত্তিক বিভিন্ন একক জলাশয়ে মাছ চাষ পদ্ধতি ল্যাপটপে ইনস্টল করা হয়েছে এবং চাষীর প্রত্যাশা অনুযায়ী প্রিন্ট আউট করে চাষীকে সরবরাহ করা হচ্ছে। এছাড়াও প্রতিকারের প্রতিটি পদক্ষেপ ভিডিও চিত্র/পেন ড্রাইভে প্রদান করা হচ্ছে এবং এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মৎস্য চাষীদের মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টরের মাধ্যমে প্রতিকারের বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।
২৩.	ভূমি ব্যবস্থাপনায় তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার	আফরোজা আখতার সহকারী কমিশনার (ভূমি)	১. ভূমি অফিসের ডাইনামিক ওয়েবসাইট তৈরীর মাধ্যমে ভূমি সংক্রান্ত তথ্য ও সেবা অনলাইনে প্রদান।

ক্র	আইডিয়ার সংক্ষিপ্ত বিবরণ	দপ্তরের নাম
	আদায়ের প্রক্রিয়াটিও বড্ড সেকেলে। মাঠ কর্মীরা সমবায়ীদের কাছ থেকে ঋণের টাকা নগদে গ্রহণ করেন এবং আদায়ের সময় তাদের ঋণের পাশ বইয়ে সেটা লিপিবদ্ধ করে থাকেন।অনেক সময় আদায়কৃত টাকা মাঠ কর্মীরা তাদের ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করে হস্তমজুদ হিসেবে নিজেদের কাছে জমা রাখেন। ফলে ঋণ গ্রহীতা সমবায়ী তার পরিশোধকৃত টাকার আপডেট কোন তথ্য জানতে পারে না; অনেক সময় এ নিয়ে অহেতুক ঝামেলার সৃষ্টি হয়। আমাদের প্রস্তাবিত এই উদ্ভাবনী আইডিয়ার মাধ্যমে এসব সেবাকে যেভাবে সহজীকরণ করা যেতে পারে এবং এটা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে যা যা প্রস্তাবনা করা হচ্ছে সেটা কতকটা নিম্নরূপ: (ক) উপজেলার সকল সমবায়ীদের সকল তথ্যের একটা ডাটাবেজ তৈরী করা। (খ) একটা মাত্র ফরমের মাধ্যমে ওয়ান স্টপ (One Stop) সার্ভিসের মাধ্যমে ঋণ প্রদান করা। (গ) ঋণের টাকা সরাসরি সমবায়ীদের অনলাইন এ্যাকউন্টে বা মোবাইল ব্যাংকের হিসেবে জমা হবে। (ঘ) ঋণের টাকা পরিশোধ করা হবে অনলাইন ব্যাংক এ্যাকাউন্ট বা মোবাইল ব্যাংকের মাধ্যমে এবং টাকা পরিশোধের সাথে সাথে তিনি তার ঋণ পরিশোধের তথ্যটি মোবাইলে পেয়ে যাবেন। (ঙ) উপজেলা অফিসে এসে যেকোন সময় সমবায়ী তার শেয়ার সঞ্চয়ের আপডেট স্ট্যাটাস জানতে পারবেন। (চ) প্রস্তাবিত এই নান্দনিক আইডিয়া বাস্তবায়নের জন্য শুধু কিছু সফটওয়্যার তৈরি করত হবে; অন্যান্য সকল ব্যবস্থা যেমন-কম্পিউটার, ইন্টারনেট সংযোগ সবই বর্তমানে যথাযাথ অবস্থায় আছে। (ছ) উপজেলা ও জেলা ভিত্তিতে এটা করা যেতে পারে আবার পরিশেষে জাতীয় ভিত্তিতে দেশের সকল উপজেলার জন্যে এটা করা যেতে পারে। (জ) টেস্ট কেজ (Test Case) হিসেবে, যশোর সদর বিআরডিবি অফিসে এই কার্যক্রম চালু করার প্রস্তাবনা রাখছি।	
২৯.	সমবায় সমিতির হিসাব সফটওয়্যার সমবায় বিভাগ কর্তৃক নিবন্ধিত প্রত্যেকটি সমবায় সমিতির হিসাব পদ্ধতি স্বচ্ছ রাখার জন্য "হিসাব সফটওয়্যার" পদ্ধতি সরকারী ভাবে চালু করা যেতে পারে।	উপজেলা সমবায় দপ্তর, ত্রিশাল,ময়মনসিংহ।
৩০.	সামাজিক নিরাপত্তা বেস্টনী মূলক কর্মসূচীর উপকারভোগীর ডাটাবেইজ প্রস্তুত করণ। অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচীর আওতায় নিয়োজিত শ্রমিকদের জবকোর্ডে প্রদত্ত তথ্য সম্বলিত ডাটাবেইজ প্রনয়ন করা। স্থানীয় বাজারে নিত্য প্রয়োজনীয় মালামলের মূল্য বিবেচনায় এনে শ্রম মজুরী দৈনিক ২০০/- টাকার পরিবর্তে ২৫০/- টাকা নির্ধারণ।	উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার কার্যালয়, ত্রিশাল,ময়মনসিংহ।
৩১.	উপজেলার সকল প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত আনসার ভিডিপি সদস্যদের কম্পিউটারাইজড ডাটাবেজ তৈরি।: ইউনিয়ন ও উপজেলা ভিত্তিক সকল প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত আনসার ভিডিপি সদস্য/সদস্যাদের কম্পিউটারাইজড ডাটাবেজ তৈরি করা হবে। তাতে সদস্য/সদস্যাদের নাম, পিতার নাম, মাতার নাম, ঠিকানা, জন্ম তারিখ, শিক্ষাগত যোগ্যতা, জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর, প্রশিক্ষণ সনদ, রক্তের গ্রুপ, মোবাইল নম্বর উল্লেখ থাকবে। উক্ত ডাটাবেজ থেকে জাতীয় নির্বাচন, স্থানীয় সরকার নির্বাচন, দূর্গাপুজা, রেল নিরাপত্তাসহ জরুরী প্রয়োজনে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত আনসার ভিডিপি সদস্য/সদস্যাদের মোতায়েন করা হবে। এতে প্রশিক্ষণ বর্হিভূত কেউ নিয়ম বর্হিভূতভাবে নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন করতে পারবেনা। এদের মধ্যমে মাঠ পর্যায় থেকে তাৎক্ষণিকভাবে বাল্যবিবাহ, নারী ও শিশু নির্যাতন ও পাচার, মাদক পাচার, সন্ত্রাস ও নাশকতা মূলক কার্যক্রম ইত্যাদি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা সহজ হবে। উপজেলা প্রশাসন তথা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, সদর মহোদয়ের এ তালিকাভূক্ত সদস্য/সদস্যাদের বিভিন্ন প্রয়োজনীয় জরুরী কাজে ব্যবহার ও এদের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করতে পারবেন।	উপজেলা আনসার ও ভিডিপি কার্যালয়, ত্রিশাল,ময়মনসিংহ।
৩২.	হালুয়াঘাট উপজেলার সকল দপ্তরের এবং অফিস সহকারী এবং দপ্তর প্রধানদের আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও ফাইল ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান	উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, হালুয়াঘাট, ময়মনসিংহ।
৩৩.	অন লাইনের মাধ্যমে যুব প্রশিক্ষণ, যুব ঋণ, যুব সংগঠনের তালিকাভুক্তি/নিবন্ধন এর আবেদনপত্র গ্রহণ ও নিষ্পত্তিকরণ।	উপজেলা যুব উন্নয়ন অফিস, হালুয়াঘাট, ময়মনসিংহ।

		ফুলবাড়ীয়া, ময়মনসিংহ	২. প্রতিটি নামজারী মোকদ্দোমায় আবেদন গ্রহন, ইউনিয়ন ভূমি অফিসে প্রেরণ, ইউনিয়ন ভূমি অফিস হতে নথি প্রাপ্তি, শুনানীর তারিখ, সম্ভাব্য নিস্পত্তির তারিখ, খতিয়ান সরবরাহের তারিখ আবেদনকারীর মোবাইল নম্বরে এসএমএস এর মাধ্যমে প্রদান। ৩.ভূমি অফিসের নিজস্ব ওয়েব সাইটের মাধ্যমে যে কেউ দেশের যেকোন প্রান্ত হতে অনলাইনে নামজারী ও নকলের আবেদন করতে পারবে। এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় দলিল পত্রাদি স্ক্যান করে সংযুক্ত করতে পারবে। ৪. ভূমি রেকর্ড ও মৌজা ম্যাপ সমূহ স্ক্যান করে ওয়েব সাইটে আপলোড করা, ফলে গ্রামের সাধারন জনগন ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার হতে নিজ জমির রেকর্ড দেখতে পারবে। কিন্তু নকলের জন্য ব্যবহার করতে পারবেনা। ৫. সরকারী জমি ব্যবস্থাপনা, মামলার এসএফ প্রেরণে সরকারী স্বার্থ যাচাই, অর্পিত সম্পত্তি, পরিত্যাক্ত সম্পত্তি সার্চিং সিস্টেমের মাধ্যমে দ্রুততার সাথে খুঁজে বের করা। ৬. ফাইল ইনভেনটরী সিস্টেমের মাধ্যমে রেকর্ড রুম হতে নথি খুঁজে বের করা। ৭. ড্যাশবোর্ড সিস্টেমের মাধ্যমে ইউনিয়ন ভূমি অফিস সমূহে পেন্ডিং নথি তদারকি। ৮. অনলাইনে অভিযোগ দাখিল ও অনলাইনে জবাব প্রদান।
২৪.	কৃষকের জানালা	জনাব মো: আব্দুল মালেক কৃষি সম্প্রসারণ অফিসার ফুলবাড়ীয়া, ময়মনসিংহ।	ডিজিটাল কমপ্লিশন এন্ড স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন অফ প্লান্ট'স প্রবলেম আইডেনটিফিকেশন (ডিপিপিআইএস) প্রকল্প গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের একসেস টু ইনফরমেশন (এটুআই) প্রোগ্রাম-২ এর সার্ভিস ইনোভেশন ফান্ড পুরুস্কার প্রাপ্ত ও অর্থায়নকৃত একটি প্রকল্প । **উদ্যোগটি কৃষি বিভাগ কর্তৃক গৃহীত বর্তমানে এটি সারাদেশে স্কেল আপ হয়েছে।**
২৫.	পিভিসি স্লাইচ ভাল্ব সম্বলিত টু পিট ল্যাট্রিন প্রকল্প।	মো: মিজানুর রহমান সহকারী প্রকৌশলী ত্রিশাল, ময়মনসিংহ।	আধুনিক গ্রামীণ স্যানিটেশন, জৈব সার উৎপাদনকারী এবং হরিজন সম্প্রদায়ের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধিকারী এটি একটি সেবা মূলক উদ্যোগ। **উদ্যোগটি স্থানীয় পর্যায়ে পাইলটিং হয়েছে।**
২৬.	আইসিটি ক্লাব	মো: মাহবুব হাসান শাহীন উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সাবেক) ত্রিশাল , ময়মনসিংহ।	ত্রিশাল উপজেলা আইসিটি ক্লাবের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
২৭.	কাস্টমার সার্ভিস ম্যানেজমেন্ট	মো: মাহবুব হাসান শাহীন উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সাবেক) ত্রিশাল , ময়মনসিংহ।	সরকারের বিভিন্ন বিভাগের সাথে সমন্বয় সাধারণের নাগরিক সেবা নিশ্চিত করা ও সুশাসন বাস্তবায়ন করা।
২৮.	ওয়েব বেজড ব্লাড ব্যাংক	ডাঃ তারিক ওয়াসিম খান প্রভাষক ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ ময়মনসিংহ।	এটি একটি ওয়েব বেইজড ব্লাড ব্যাংক ও সকল প্রকার মেডিকেল স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সাহায্য প্রদানকারী ওয়েব সাইট।
২৯.	ইনোভেশন ইন ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিট।	অধ্যাপক ডাঃ আ.ন.ম ফজলুল হক পাঠান আই.সি.ইউ ইনচার্জ	ময়মনসিংহ মেডিকেল হাসপাতালে প্রতিষ্ঠিত সর্বাধুনিক সুবিধা সম্পন্ন আইসিইউ যার নতুন সংযোজন রোগীদের একক ও কেন্দ্রীয় মনিটরিং ব্যবস্থা, ক্যামেরার মাধ্যমে হাসপাতালের

		ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল।	বাইরে থেকে সার্বিক কার্যক্রম মনিটরিং, ওয়েবসাইটের মাধ্যমে হাসপাতালের বাইরে থেকে রোগীর তথ্য পর্যালোচনা ও চিকিৎসা পত্র সংযোজন বিয়োজন, এসএমএসের মাধ্যমে রোগীর সংকট মাত্রা জানা ইত্যাদি।
৩০.	প্রকৃত কৃষকের নিকট থেকে ধান ও গম সংগ্রহ করা	মো: আবদুল্লাহ ফারুক, উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক গফরগাঁও, ময়মনসিংহ।	উপজেলা কৃষি অফিসের সাথে যোগাযোগ রেখে চাষ শুরুর পূর্বেই কতটুকু জমিতে কি ধরণের ফসল চাষ করা হবে এ সংক্রান্ত তথ্য কৃষকদের নিকট হতে সংগ্রহ করে ডাটাবেজ তৈরী করা হয়। পরবর্তীতে তাদের নিকট হতে ধান ও গম সংগ্রহ করা হয়।
৩১.	প্রশিক্ষণ কর্মক্রম সহজীকরণ	মুহাম্মদ জহিরুল হক খান উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা সদর, ময়মনসিংহ।	উপজেলা পর্যায়ে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণের বিকেন্দ্রিকরণের মাধ্যমে ইউনিয়ন পর্যায়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।
৩২.	সবুজ ও কমলা- ক শ্রেণীভুক্ত প্রকল্পের পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান সহজীকরণ	মো: ইউসুফ আলী, সহকারী পরিচালক পরিবেশ অধিদপ্তর, ময়মনসিংহ।	অনলাইনে আবেদন গ্রহন করে সবুজ শ্রেণী ৭ দিন ও কমলা- ক শ্রেণী ১৫ দিনে অনলাইনে ছাড়পত্র প্রদান করা হয়।
৩৩.	১। নান্দাইল উপজেলার সরকারী অফিস সমূহে বাধ্যতামূলক ভাবে ই-মেইলের ব্যবহার নিশ্চিত করা। ২। নান্দাইল উপজেলাধীন পৌরসভাসহ ১৩টি ডিজিটাল সেন্টারে জনগণের ভোগান্তি লাগব করার জন্য বিদ্যুৎ বিল গ্রহণের কার্যক্রম বাস্তবায়ন। ৩। নান্দাইল উপজেলাধীন পৌরসভাসহ ১৩টি ডিজিটাল সেন্টারে জনগণের ভোগান্তি লাগব করার করার জন্য বিকাশের মাধ্যমে দূর-দূরান্ত থেকে টাকা পাঠানো/ গ্রহণের কার্যক্রম বাস্তবায়ন। ৪। নান্দাইল উপজেলাধীন যে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাল্টিমিডিয়া ক্লাস রুম চালু আছে সেই সব প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকগণ Powerpoint এর মাধ্যমে ক্লাস নিতে পারছে কিনা, না পারলে শিক্ষকদের প্রশিক্ষনের উদ্যোগ গ্রহণ করা।	নান্দাইল উপজেলার ইনোভেশন টিম	
১৬.	ইউনিয়ন পর্যায়ে সেবা মেলা	মোহাম্মদ শের মাহবুব মুরাদ উপজেলা নির্বাহী অফিসার তারাকান্দা, ময়মনসিংহ unotarakanda@mopa.gov.bd মোবাইলঃ ০১৭৩৩ ৩৭৩৩৫০	১। সকল ইউনিয়ন পর্যায়ে সরকারী, বেসরকারী ও এনজিওদের সমন্বয়ে সেবা মেলার মাধ্যমে জনসম্পৃক্ত পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা। ফসল সংগ্রহের পর ইউনিয়ন পর্যায়ের জনসাধারণের আর্থিক সচ্ছলতা থাকে এবং অবসর সময় সৃষ্টি হয়। তাই ফসল কাটার পর ইউনিয়ন পর্যায়ে যোগাযোগ সুবিধা সমৃদ্ধ জনসমাগম স্থলে মেলার আয়োজন করা যায়। মেলার বিস্তারিত পরিকল্পনা নিম্নরূপঃ ক) মেলা আয়োজনের পূর্বে (অন্তত ১ মাস) মাইক, লিফলেট ও পোস্টার এর মাধ্যমে ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা নেয়া। খ) মেলা স্থলে সকল দপ্তর, অফিস ও সংস্থার জন্য সুপরিসর স্টল নির্মাণ এবং কেন্দ্র স্থলে ২০০ জনের বসার ব্যবস্থাসহ সুপরিসর স্টেইজ স্থাপন।

			গ) পর্যাপ্ত বৈদ্যতিক ব্যবস্থাসহ সকাল ১০.০০ টা হতে বিকাল ৪.০০ টা পর্যন্ড় মেলা ৫ দিন ব্যাপী করা। একই সময়কালে ২/৩ টি ইউনিয়নে মেলা আয়োজন করা। ঘ) মেলার সংশিণ্টষ্ট দপ্তর, সংস্থা ও অফিস সমূহের ব্যানার, ফেস্টুন এবং লিফলেট এর ব্যবস্থা রাখা এবং মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যমে প্রদর্শন করা।
১৭.	ভালুকা পৌরসভা ও হবিরবাড়ী ইউনিয়নের ১৫টি মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শতভাগ শিক্ষককে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম পরিচালনায় সক্ষমকরণ	মো: কামরুল আহসান তালুকদার উপজেলা নির্বাহী অফিসার ভালুকা, ময়মনসিংহ।	উদ্যোগটি বাস্তবায়িত হলে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর শতভাগ মাল্টিমিডিয়া এক্সসেসরিজ ব্যবহার করে ক্লাস নিতে সমর্থ হবে।
১৮.	সেন্ডেল পড়ে স্কুলে উপস্থিত থাকা	জনাব মো: জুলনার নায়ন উপজেলা নির্বাহী অফিসার মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ।	প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের নিরোগ, সুস্থ ও সুন্দর থাকার বিষয়টি বিবেচনা করে সেন্ডেল পরে স্কুল উপস্থিত থাকার প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। মুক্তাগাছার প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়।

জেলা ও উপজেলা হতে প্রাপ্ত One office One idea সমূহের তালিকা:

জেলা: ময়মনসিংহ

ক্র	আইডিয়ার শিরোনাম/ বিবরণ	দপ্তরের নাম
১.	প্রাণিসম্পদ বিভাগের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সেবা কার্যক্রম (চিকিৎসা ও পরামর্শ) ডিজিটাল পদ্ধতি (ইন্টারনেট ও মোবাইল এসএমএস) এর মাধ্যমে দ্রুত ও সহজতম উপায়ে জনগণের দোড়গোড়ায় পৌছানোর ব্যবস্থা করা। উল্লেখ্য যে, বর্তমানে ১৬৩৫৮ নাম্বারে মোবাইলে এসএমএস এর মাধ্যমে জনগণের নিকট চিকিৎসা ও পরামর্শ প্রদান সংক্রান্ত কার্যক্রমটি চালু রয়েছে, যা আরও ব্যাপক প্রচারের মাধ্যমে জনগণকে অবহিত করা।	জেলা প্রানিসম্পদ কর্মকর্তার কার্যালয় ময়মনসিংহ।
২.	তথ্যই জ্ঞান আর জ্ঞানই শক্তি। বলা যায়-তথ্যই মক্তি। সকল উন্নয়রে জন্য তথা সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য প্রয়োজন তথ্য। আর্থ-সামইজক, কৃষি, শিক্ষা, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক উন্নয়নসহ সকল উন্নয়নের জন্য চাই সর্বশেষ তথ্য প্রাপ্তির নিশ্চয়তা। জেলার প্রতিটি ইউনিয়নের তথ্যকেন্দ্রে একটি আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর ডিজিটাল লাইব্রেরী স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ।	জেলা সরকারি গণগ্রন্থাগার ময়মনসিংহ।
৩.	বর্তমানে বিভিন্ন ডাকঘর কর্তৃক জাতীয় সঞ্চয় ব্যুরোর যে সকল সঞ্চয় পত্র বিক্রয় করা হয় সেগুলো কাগজে ছাপানো এবং ভিন্ন ভিন্ন আকারের হয়ে থাকে। ফলে বিক্রেতা অফিস এবং ক্রেতা উভয়ের জন্য সঞ্চয়পত্রগুলো সংরক্ষনের জন্য প্রায়শই অসুবিধা দেখা দেয়। আবার কাগজে ছাপানো বলে জাল সঞ্চয়পত্র বাজারে চালু হওয়ার আশংকাও বিরাজ করে। এই অসুবিধা দুরীকরণার্থে কাগজে ছাপানো সকল প্রকার (বর্তমানে ৪ প্রকার চালু রয়েছে) সঞ্চয়পত্রের পরিবর্তে এটিএম মেশিনে ব্যবহারযোগ্য ডেবিটকার্ডের অনুরূপ কার্ডের প্রচলন করা যেতে পারে। এর ফলে নিম্নরূপ সুবিধা পাওয়া যেতে পারে। ১। কার্ডটি সংরক্ষণ, বহন সুবিধাজনক ও নিরাপদ। ২। ক্রয়ের তারিখ হতে কার্ডটি একটিভেট করা হলে নির্ধারিত তারিখের পূর্বে ক্রেতার মুনাফা গ্রহণের কোন সুযোগ থাকবে না। ৩। বর্তমানে অফিস সময় ব্যতীত এবং যে ডাকঘর হতে ক্রয় করা হয়েছে সেটি ব্যতীত অন্যকোন ডাকঘর হতে মুনাফা গ্রহণ করা যায় না। নতুন পদ্ধতিতে গ্রাহক তার সুবিধামতো সময়ে যে কোন ডাকঘর অথবা এটিএম বুথ থেকে মুনাফা উত্তোলন করতে পারবেন। ৪। পুরো প্রক্রিয়াটি কেন্দ্রিয় ভাবে সার্ভারের নিয়ন্ত্রণে সম্পন্ন করা যাবে বিধায় সঞ্চয়পত্র বদলী, ভাঙ্গানো ইত্যাদি ক্ষেত্রে গ্রাহকের হয়রানি দূর করা সম্ভব হবে।	ডেপুটি পোস্ট মাষ্টার জেনারেল ময়মনসিংহ বিভাগ, ময়মনসিংহ।
৪.	নাগরিক সেবা সমূহ দ্রুত ও সহজতম উপায়ে জনগনের দোড়গোড়ায় পৌছানোর জন্য প্রকৃত উৎপাদক কৃষকদের ডাটাবেজ সংগ্রহ করত: তাদের মোবাইল নম্বরে ধান ও গম ক্রয়ের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি এসএমএস এর মাধ্যমে অবহিত করার আইডিয়া গ্রহণ করা যায়।	জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয় ময়মনসিংহ।
৫.	অনলাইনের মাধ্যমে পাট ব্যবসার লাইসেন্স প্রদান করা যেতে পারে।	পাট অধিদপ্তর
৬.	দরিদ্র মা'র জন্য মাতৃত্বকালী ভাতা প্রাপ্তি সহজীকরণের জন্য সরকারী বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে প্রতিজন ভাতা ভোগীকে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে তাদের স্ব স্ব হিসাব নম্বর থেকে ভাতার টাকা উত্তোলনের জন্য ম্যাসেজ প্রদান।	জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়, ময়মনসিংহ।
৭.	পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের প্রত্যেক উপজেলার ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রের সিটিজেন চার্টারের সাথে মা ও শিশু স্বাস্থ্য বিষয়ক জরুরী যোগাযোগের জন্য উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা/মেডিকেল অফিসার (এমসিএইচ-এফপি)-দের মোবাইল ফোন সংযোজন করা যেতে পারে।	জেলা পরিবার পরিকল্পনা, ময়মনসিংহ।
৮.	তথ্য প্রদানকারী নির্ধারিত কর্মকর্তা জেলা পর্যায়ে জনাব মো: সতহদুর কহমান, সহকারী পরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, ময়মনসিংহ, মোবাইল-০১৭৯৫০৫০১৬০ দপ্তরের সম্মুখে দৃশ্যমান স্থানে সিটিজেন চার্টার স্থাপন। অফিসের নিজস্ব ই-মেইল, ফেসবুক আইডি ও অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট- www.fire service.gov.bd নিয়মিত টহল ডিউটি চলমান। ফায়ার সার্ভিসের টেলিফোন /মোবাইল নম্বর রাস্তার মোড়ে দৃশ্যমান ও নিরাপদ স্থানে স্থাপন। প্রত্যেক জেলা সদর দপ্তরে ডিজিটাল কন্ট্রোলরুমে স্থানীয় এলাকার ও গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের তথ্যাদি সম্বলিত প্যানেল বোর্ড স্থাপন।	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, ময়মনসিংহ।
৯.	ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্নপূরণে এবং ই-গভর্নেন্স প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষের সরকারী সুযোগ সুবিধা সহজলভ্য করা এবং এ সকল সুযোগ সুবিধা পেতে সাধারণ জনগণ যেন কোন হয়রানির শিকার না হয় সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখা ও প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা। বাংলাদেশের ৫৬টি তফসিলী ব্যাংক ও ৩১টি অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমেই মূলত: দেশের সকল শ্রেণীর জনগণ সরকারী বিভিন্ন অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধা ভোগ করে	বাংলাদেশ ব্যাংক, ময়মনসিংহ।

উপজেলা:

ক্র	আইডিয়ার সংক্ষিপ্ত বিবরণ	দপ্তরের নাম
২০.	উপজেলা পর্যায়ে "ডিজিটাল প্রকল্প ব্যবস্থাপনা " চালুকরণ উপজেলা পর্যায়ে "ডিজিটাল প্রকল্প ব্যবস্থাপনা" চালু করা হলে সরকারের মাঠ পর্যায়ে যে প্রকল্প সমূহ বাস্তবায়ন করা হয়ে থাকে তার দ্বৈততা এড়ানো সম্ভব হবে। একই প্রকল্পের নাম বারংবার ব্যবহার করে প্রতারনার সুয়োগ নেয়া বন্ধ হবে।এতে বিপুল পরিমান সরকারী অর্থের সাশ্রয় হবে। অন্যদিকে দুনীর্তি ব্যবহারে হ্রাস পাবে	উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ।
২১.	মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের মাঝে অন-লাইনে উপবৃত্তি অন্তর্ভূক্তির রেজিষ্ট্রেশন করণ এবং মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে উপবৃত্তি বিতরণ কার্যক্রম *সম্পূর্ণকরন* (ক) স্বল্পতম সময়ে উপবৃত্তির রেজিষ্ট্রেশন।(খ) দুততম সময়ে উপবৃত্তি বিতরণ।(গ) সময়,খরচ ও যাতায়াত (TCV) নূন্যতম পর্যায়ে নেমে আসা।(ঘ) উপবৃত্তি বিতরণে ১০০% স্বচ্ছতা ফিরে আসা।(ঙ) বিষয়টি নতুন ও আকর্ষণীয় হওয়ায় শিক্ষার্থীদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া।(চ)অভিভাবক ও সুশীল সমাজের কাছে গ্রহনযোগ্যতা অর্জন।	উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস, ত্রিশাল,ময়মনসিংহ।
২২.	অন লাইনে মাছ বিক্রয় জেলা মৎস্য দপ্তরের Website এর আওতায়/কিংবা স্বতন্ত্রভাবে অন লাইনে অন্যান্য বিপনন ব্যবস্থার মতো শুধুমাত্র মাছ উৎপাদনকারী ও ব্যবসায়ীদের নিয়ে একটি প্লাটফরম (সফটওয়্যার) তৈরী যেমন OLX.Bikroy.com যেখানে উৎপাদনকারী ও মাছ ব্যবসায়ীরা তাদের পন্যের বিজ্ঞাপন, ছবি, ভিডিও আপলোড করতে পারবে এবং ক্রেতারা সেখান থেকে ক্রয় করতে পারেন। কিংবা তাদের চাহিদা জানাতে পারবেন।	সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়, ত্রিশাল,ময়মনসিংহ।
২৩.	আত্মকর্মসংস্থানের লক্ষ্যে দক্ষতাবৃদ্ধি প্রশিক্ষণ প্রদান। ইউনিয়ন পরিষদে দরিদ্র মায়ের জন্য মাতৃত্বকাল ভাতা কর্মসূচীর আওতায় নির্বাচিত (২০ জন) ভাতাভোগীদের মাঝে দর্জি বিজ্ঞান ট্রেডের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান।	উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়, ত্রিশাল,ময়মনসিংহ।
২৪.	ডিজিটাল স্বাস্থ্য সেবা ডিজিটাল স্বাস্থ্য সেবা মানুষের দোড় গোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার জন্য সচেতনতামূলক স্বাস্থ্য শিক্ষার স্লাইড উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে প্রদশর্নের ব্যবস্থা করা।	উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, ত্রিশাল,ময়মনসিংহ।
২৫.	অনলাইনের মাধ্যমে যুব প্রশিক্ষনের আবেদন গ্রহন এবং প্রশিক্ষণ প্রদান। বিদ্যমান ব্যবস্থায় যুব প্রশিক্ষণ গ্রহণে আগ্রহী প্রশিক্ষণার্থীগণকে বারবার অফিসে আসতে হয়। যার ফলে অর্থ এবং সময় দুটোই নষ্ট হয়। জেলা এবং উপজেলায় বিদ্যমান Web Portal এবং E-mail Address ব্যবহার করে অনলাইনের মাধ্যমে যুব প্রশিক্ষনের আবেদন গ্রহন এবং প্রশিক্ষণ প্রদান করার ফলে প্রশিক্ষণার্থীগণকে অফিসে আসার প্রয়োজন হবে না এবং TCV বাবদ কোন খরচের প্রয়োজন হবে না।	উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তার কার্যালয়, ত্রিশাল,ময়মনসিংহ।
২৬.	পরিসংখ্যান বিষয়ক প্রচার প্রচারণা পরিসংখ্যান বিষয়ক তথ্য প্রচার যেমন- আদমশুমারী, কৃষি শুমারী, অর্থনৈতিক শুমারী, প্রবৃদ্ধির হার নির্ণয়, মাথাপিছু আয় ও মাতৃ মৃত্যুর হার ইত্যাদি প্রজেক্টর দ্বারা জনসমাবেশ, স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার মাধ্যমে প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।	উপজেলা পরিসংখ্যান অফিস, ত্রিশাল,ময়মনসিংহ।
২৭.	প্রানি সম্পদ সেবা বিষয়ক উদ্ভাবনী কৃষকের সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে গভীর (Fertility) ৫৩-৭০% বৃদ্ধি করণ। অনর্বরতা বাংলদেশের গবাদী প্রাণীর একটি বড় সমস্যা। বর্তমানে গাভীর উর্বরতা ৫৩%। অনুর্বরতার কারনে খামারীরা প্রতি বছর বড় ধরনের আর্থিক ক্ষতির সম্মুখিন হন। অত্র উপজেলার প্রতিটি ইউনিয়নে জন প্রতিনিধি, সাধারন কৃষক, খামারীদের উল্লেখিত বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে গাভীর উর্বরতা ৭০% উন্নিত করণ সম্ভব।	উপজেলা প্রানি সম্পদ দপ্তর, ত্রিশাল,ময়মনসিংহ।
২৮.	ওয়ান স্টপ পল্লী উন্নয়ন সেবা সম্প্রসারণ কার্যক্রম বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বা বিআরডিবি , গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের একমাত্র বৃহৎ সরকারী প্রতিষ্ঠান, যেটি সমবায় ভিত্তিতে ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন ও পল্লী সাধারণ জনমানুষের জীবন যাত্রার সার্বিক মানোয়ন্নের জন্য নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ঋণ বিতরণ ও ঋণ আদায়ের বর্তমান প্রক্রিয়াটি অনেকটা জটিল এবং অনেক নথিপত্র সেখানে দাখিল করতে হয়, যেটি অনেকটা সময় সাপেক্ষ এবং ব্যয়বহুল ব্যাপার ও বটে। ঋণ	উপজেলা পল্লী উন্নয়ন দপ্তর(বিআরডিবি), ত্রিশাল,ময়মনসিংহ।

ক্র	আইডিয়ার শিরোনাম/ বিবরণ	দপ্তরের নাম
	থাকে। এই প্রতিষ্ঠানগুলোই মূলত: দেশের অর্থনীতির ধারক ও বাহক। বর্ণিত প্রতিষ্ঠানাদি হতে সুযোগ-সুবিধা পাবার ক্ষেত্রে প্রায়ই সাধারণনগণ বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হয়ে থাকে। এ সকল প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে লোন বা ব্যাংক/প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিয় কোন তথ্য পেতে অসহযোগীতা /ভোগান্তি, অথবা অন্য যেকোন ধরণের অসহযোগীতা বা হয়রানির শিকার হলে বাংলাদেশ ব্যাংকের হেল্পলাইন ১৬২৩৬ নম্বরে ফোন করে অভিযোগ জানালে তৎক্ষনাত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্যোগ নেয়া হয়। এক্ষেত্রে প্রায়শই সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান তাদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ অস্বীকার করে থাকে। যার ফলে, প্রয়োজনীয় প্রমানের অভাবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বাংলাদেশ ব্যাংকের পক্ষে কোন ব্যবস্থা গ্রহন করা সম্ভব হয় না। এই সমস্যা সমাধানকল্পে বাংলাদেশ ব্যাংকের অফিসিয়াল ওয়েব সাইট www.bb.org.bd একটি নতুন লিংক ক্রিয়েট করা যেতে পারে। যে ই-লিংক এ যে কোন লোক প্রবেশ করে ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান সম্পর্কীয় তার যে কোন কম্প্লোইন এবং এর স্বপক্ষে বিভিন্ন যুক্তি যেমন ছবি, অডিও, ভিডিও আপলোড করতে পারবেন। উক্ত লিংকে আপলোডকৃত ছবি, অডিও বা ভিডিওওকে প্রমান হিসেবে গণ্য করে এর প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ব্যাংক তখন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে এবং এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানও তা অস্বীকার করার অবকাশ পাবেনা।	
১০.	জেলার ১৩টি উপজেলার ১৩ জন উপজেলা শিক্ষা অফিসার ও কর্মরত (পদসংখ্যা ৮৬) সকল সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসারের মোবাইল নম্বর সুনির্দ্দিষ্ট এর আওতায় এনে সরকারী নির্দেশনা সমূহ একই সাথে সকলকে অবহিতকরণের মাধ্যমে সেবা প্রদান সহজীকরণ।	জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারের কার্যালয় ময়মনসিংহ।
১১.	১)আইডিয়ার শিরোনাম: মোবাইল অ্যাপস তৈরীর মাধ্যমে জেলার পরিসংখ্যান সংক্রান্ত তথ্য প্রাপ্তি সহজলভ্য করন| আইডিয়ার সংক্ষিপ্ত বিবরণ: মোবাইল অ্যাপস ব্যবহার করে জনগণ সহজে ও দ্রুততার সাথে যেকোনো জায়গা থেকে ময়মনসিংহ জেলার পরিসংখ্যান সংক্রান্ত তথ্য পেতে পারবে। ২)আইডিয়ার শিরোনাম: জেলার টেলিফোন, মোবাইল ও ই- মেইল নির্দেশিকা প্রণয়ন। আইডিয়ার সংক্ষিপ্ত বিবরণ: ময়মনসিংহ জেলার সরকারি ও বেসরকারি অফিস, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের টেলিফোন, মোবাইল ও ই- মেইল নির্দেশিকা প্রণয়ন করলে জনগণ প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবহার করতে পারবে। পারস্পারিক যোগাযোগ বৃদ্ধি পাবে, সময় ও অর্থ সাশ্রয় হবে এবং উন্নয়ন কার্যক্রম ত্বরান্বিত হবে।	জেলা পরিসংখ্যান অফিস ময়মনসিংহ।
১২.	১) কারাগার সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ বিধি,বিধান,সার্কুলার,নোটিশ, সিটিজেন চার্টার ও হালনাগাদ তথ্যাদি যথাযথ প্রক্রিয়ায় ওয়েব সাইটে প্রকাশ ২) কারা বন্দিদের প্রশি.ক্ষন, পুনর্বাসন ও সার্বিক কার্যক্রমের বিষয়টি ওয়েব সাইটে প্রকাশ করণ	সিনিয়র জেল সুপারের কার্যালয় কেন্দ্রীয় কারাগার, ময়মনসিংহ।
১৩.	বিদেশগামী চাকরী প্রার্থীদের ফিংগার প্রিন্ট ও স্মার্টকার্ড সেবাটি জেলা পর্যায়ে বাস্তবায়নের আইডিয়াটি চালুর বিষয় বিবেচনার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হলো।	জেলা কমসংস্থান ও জনশক্তি অফিস
১৪.	বিদ্যমান "On Line Fertilizer Recommendation Sowftware" নিয়মিত আপডেট করে সারা দেশের সকল কৃষকদের জন্য মাটি পরীক্ষার ভিত্তিতে ফসলের চাহিদা মাফিক সার সুপারিশ নিশ্চিত করা যেতে পারে।	মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট কৃষি মন্ত্রণালয়, ময়মনসিংহ।
১৫.	নিবন্ধন সহজীকরণ ও টেকসই সমবায় সমিতি গঠন ।	জেলা সমবায় কার্যালয়
১৬.	১) সহ বায়োমেট্রিক পদ্ধতিতে ডিপিএড শিক্ষার্থী ও পিটিআই স্টাফ সদস্যদের একসিস কন্ট্রোল সিস্টেম ব্যবস্থা করা। ২) জেলা ভিত্তিক শিক্ষকদের ওয়েব পোর্টাল এর ব্যবস্থা করা।	সুপারিনটেনডেন্ট এর কার্যালয় পিটিআই
১৭.	দুর্নীতি বিরোধী অভিযোগ গুলো Online এ করার জন্য এবং online ই Feedback দেওয়া এবংযে সকল অনুসন্ধানাধীন ও তদন্তাধীন মামলা রয়েছে সেগুলোর তথ্য দুদক এর Web-site এ প্রদর্শণের ব্যবস্থা করা।	দুর্নীতি দমন কমিশন সমন্বিত জেলা কার্যালয়,ময়মনসিংহ।
১৮.	এনজিও নির্বাচন সহজীকরণে জেলা পর্যায়ে জেলা প্রশাসন কর্তৃক এনজিও নির্বাচনে প্রতি জেলা/উপজেলা ভিত্তিক বিজ্ঞপ্তি দিয়ে ১৫ দিনের মধ্যে এনজিওদের কর্মদক্ষতার গ্রেডেশন উপজেলা ভিত্তিক প্রকাশ করা। গ্রেডেশনের ভিত্তিতে উপজেলা ভিত্তিক এনজিওদের কার্যক্রম বন্টন করা সময় ১৫ দিন। যাবতীয় কার্যক্রম সম্পাদনে ইন্টারনেট প্রযুক্তি ব্যবহার করা।	জেলা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বুরো ময়মনসিংহ।
১৯.	নাগরিক সেবা সর্মহ দ্রুত ও সহজতম উপায়ে জনগণের দোরগোড়ায় পৌছানোর জন্য দুর্নীতি দমন কমিশন, সমন্বিত জেলা কার্যালয়, ময়মনসিংহ এর অধিক্ষেত্রাধীন দুর্নীতি বিরোধী অভিযোগগুলো Online এ করার ব্যবস্থা করা এবং তাদের Feedback দেয়া। তাছাড়া যেসকল অনুসন্ধানাধীন ও তদন্তাধীন মামলা রয়েছে সেগুলোর তথ্য দুদক এর Website এ প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা।	দুর্নীতি দমন কমিশন সমন্বিত জেলা কার্যালয়, ময়মনসিংহ।

ক্র:	আইডিয়ার সংক্ষিপ্ত বিবরণ	দপ্তরের নাম
৩৪.	অন লাইনের মাধ্যমে দ্বি স্তর সমবায় পদ্ধতিতে দেশের পল্লী এলাকায় মানব ও বস্তুগত সম্পদের সর্বাধিক ব্যবহার, সঞ্চয় ও শেয়ার জমার মাধ্যমে পুজিগঠন, বিভিন্ন কর্মকান্ডের ঋণের মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলা, সেচ কার্যক্রম, চাহিদা মাফিক প্রশিক্ষন, পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণ ও ক্ষমতায়নে নারী সমাজকে সম্পৃক্তকরা।	উপজেলা পল্লী উন্নয়ন অফিস, হালুয়াঘাট, ময়মনসিংহ।
৩৫.	আশ্রয়ণ প্রকল্পের সদস্যদের প্রশিক্ষণ ঋণ আদায় ও দাদন নিশ্চিতকরণ, গারো সম্প্রদায়ের জীবন মান উন্নয়নেক জন্য লাভজনক উন্নয়ন প্রকল্পে ঋণদাদন আদায় নিশ্চিতকরণ এবং সমবায় সমিতির সদস্যদের মধ্যে নেতৃত্ব ব্যবস্থাপনা ও ট্রেড ভিত্তিক প্রশিক্ষন প্রদান, সমবায়ীদের সঞ্চিত অর্থ লাভজনক, উৎপাদনমুখী কর্মকান্ডে বিনিয়োগের মাধ্যমে তাদেরকে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করে "দারিদ্রবিমোচন তথ্য টেকসই উন্নয়ন"।	উপজেলা সমবায় অফিস হালুয়াঘাট, ময়মনসিংহ।
৩৬.	ইউনিয়ন ভিত্তিক ২৪/৭ নিরাপদ প্রসবসেবা নিশ্চিতকরণ"	উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা হালুয়াঘাট, ময়মনসিংহ।
৩৭.	ক. জনগণেরক জন্য ইন্টারনেটে ব্রাউজিং এর ব্যবস্থাকরণ খ. উপজেলা পরিষদ ডিজিটাল সেন্টারের মাধ্যমে জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন গ. সরকারি বিভিন্ন ফরম প্রদান ও পূরণ ঘ. ভিসা প্রসেসিং এর কাজ ঙ. পাসপোর্ট ফরমপূরণে সহায়তা করা চ. ন্যাশানাল আইডিকার্ড বিষয়ে উপকারভোগীদের পরামর্শ প্রদান ছ. কম্পিউটার প্রশিক্ষন ও সার্ভিসিং জ. কম্পোজ, প্রিন্টিং, ফটোকপি ও স্কেনিং ঝ. ছবি তোলা ও ভিডিও ধারণ	উপজেলা পরিষদ ডিজিটাল সেন্টার হালুয়াঘাট, ময়মনসিংহ।
৩৮.	সরাসরি যেকোন বিষয়ে শুনানী গ্রহণ ও সমাধান। আগত সেবা গ্রহীতাদের যে কোন সমস্যা সহকারী কমিশনার (ভূমি)কে সরাসরি জানাতে পারবেন সমস্যাগুলো একটি রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করা হবে মোবাইল নম্বরসহ। পরবর্তীতে সমাধান দেওয়া ও মোবাইলে ফিডব্যাক নেওয়া সেবা গ্রহীতা প্রয়োজনে ভূমি বিষয়ে বা তার সমস্যার অগ্রগতি মোবাইলে জানতে পারবেন।	সহকারী কমিশনার (ভূমি), হালুয়াঘাট
৩৯.	ফ্রন্ট ডেস্কের মাধ্যমে উপজেলার যাবতীয় আবেদন ও অভিযোগ গ্রহণ।	উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ফুলপুর।
৪০.	উপজেলা আইসিটি ক্লাব।	
৪১.	অফিস ফাইল ম্যানেজমেন্ট সফটওয়ার।	
৪২.	বায়োমেট্রিক হাজিরা পদ্ধতি।	
৪৩.	সমবায় সমিতি নিবন্ধন সহজীকরণ।	উপজেলা সমবায় অফিস ফুলপুর, ময়মনসিংহ। ৬
৪৪.	সঠিক সময়ে কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে গর্ভধারন হার বৃদ্ধি	উপজেলা প্রাণী সম্পদ অফিস ফুলপুর, ময়মনসিংহ।
৪৫.	সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচীর আওতায় নতুন উপকারভোগীদের অনলাইনে আবেদনপত্র গ্রহন।	উপজেলা সমাজসেবা অফিস ফুলপুর, ময়মনসিংহ।
৪৬.	বিষমুক্ত সবজি উৎপাদন।	উপজেলা কৃষি অফিস ফুলপুর, ময়মনসিংহ।
৪৭.	প্রতিটি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মাইক্রোফোনসহ সাউন্ডসিস্টেমের ব্যবস্থা করা।	উপজেলা শিক্ষা অফিস ফুলপুর, ময়মনসিংহ।
৪৮.	মোবাইল ফোনের মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক ডেলিভারী বাড়ানো।	উপজেলা প:প: অফিস

ক্র	আইডিয়ার সংক্ষিপ্ত বিবরণ	দপ্তরের নাম
		ফুলপুর, ময়মনসিংহ।
৪৯.	আইসিটি প্রযুক্তি ব্যবহার করে ২৩ স্কুল/মাদ্রাসায় মাল্টিমিডিয়া ক্লাস রুম বাস্তবায়ন	উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস ফুলপুর, ময়মনসিংহ।
৫০.	মোবাইল ফোনের মাধ্যমে রেজিস্ট্রেশনকৃত জমির দলির ফেরত দান	উপজেলা সাব রেজিস্ট্রি অফিস ফুলপুর, ময়মনসিংহ।
৫১.	ঋণ কার্যক্রম সহজীকরণ।	উপজেলা পল্লী উন্নয়ন অফিস ফুলপুর, ময়মনসিংহ।
৫২.	ইউনিয়ন পরিষদের আবেদনকৃত নলকূপের আবেদনগুলো যাচাই শেষে উপজেলা ওয়াটসন কমিটিতে প্রেরণ।	উপজেলা জনস্বাস্থ্য অধিদপ্তর ফুলপুর, ময়মনসিংহ।
৫৩.	ভ্রাম্যমান ডাস্টবিন	মেয়র, ফুলপুর, ময়মনসিংহ।
৫৪.	পৌরসভার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ন স্থান সমূহে সিসি ক্যামেরা স্থাপন।	মেয়র, ফুলপুর, ময়মনসিংহ।
৫৫.	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বা মোবাইল প্রযুক্তির ব্যবহার করে স্বল্প খরচে অতিদ্রুত আন্ত: দাপ্তরিক মোগাযোগের জন্য নৃ-তাত্ত্বিক জণগোষ্ঠীর ডাটাবেইজ করণ, প্রশিক্ষণ, উৎপাদত পণ্যের বাজারজাতকরণ তাদের জীবনমান উন্নয়ন এবং সার্বিক পর্যবেক্ষন।	উপজেলা নির্বাহী অফিস গৌরীপুর, ময়মনসিংহ।
৫৬.	তৃণমূল পর্যায়ে সরকারী সেবাকে জনগনকে অবহিত করা প্রয়োজন। এ বিষয়ে ইউনিয়ন পর্যায়ের জনগনকে নিয়ে ইউনিয়ন পরিষদকে সংযুক্ত করে মাইকিং বা অন্যভাবে প্রচার করে প্রতি মাসে অন্তত:একটি সভা করা য়েতে পারে। বিভিন্ন বিভাগীয় প্রধানগন উক্ত সভায় তার সেবা সম্পর্কে অবহিত করবেন।	উপজেলা সমবায় অফিস গৌরীপুর, ময়মনসিংহ।
৫৭.	একটি হেল্প ডেস্ক তৈরী করা হবে। হেল্পডেস্কে বিভিন্ন দপ্তরের প্রয়োজনীয় তথ্য দেয়া থাকবে যাতে সাধারণ মানুষ সহজেই তথ্য সংগ্রহ করতে পারে।	উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, ফুলবাড়ীয়া, ময়মনসিংহ।
৫৮.	ইউনিয়ন পরিষদে FIAC সেন্টারগুলোতে ল্যাপটপ, কম্পিউটার ও ইন্টারনেট ব্যবহাক ককে জনগণকে কৃষি বিষয়ক সেবা প্রদান নিশ্চিতকরণ।	উপজেলা কৃষি অফিস, ফুলবাড়ীয়া, ময়মনসিংহ।
৫৯.	ইউনিয়ন পরিষদের উদ্যোক্তাদের মাধ্যমে মাছ চাষের উন্নত কলা কৌশল প্রচারের ব্যবস্থা করা।	উপজেলা মৎস্য অফিস, ফুলবাড়ীয়া, ময়মনসিংহ।
৬০.	এসএমসিদের সচল রেখে ঝরে পড়া রোধ করা এবং ছয় বছর বয়সে শিশুদের বিদ্যালয়ে পাঠানো নিশ্চিৎকরণ	উপজেলা শিক্ষা অফিস, ফুলবাড়ীয়া, ময়মনসিংহ।
৬১.	সমবায় সমিতির মাধ্যমে উৎপাদিত পণ্য স্থায়ীভাবে বিক্রয়ের মাধ্যমে উদ্যোক্তা সৃষ্টি করে টেকসই উন্নয়ন করা।	উপজেলা সমবায় অফিস, ফুলবাড়ীয়া, ময়মনসিংহ।
৬২.	দারিদ্রমুক্ত মডেল গ্রাম কর্মসূচী: উপজেলার প্রতি ইউনিয়নের এক একটি গ্রামকে দারিদ্র মুক্ত করার জন্য সর্বক সহযোগিতা প্রদানের মাধ্যমে মডেল গ্রাম তৈরী করা।	উপজেলা পল্লী উন্নয়ন অফিস, ফুলবাড়ীয়া, ময়মনসিংহ।
৬৩.	ইউনিয়ন পরিষদেরক উদ্যোক্তাদেরক সএথ সমন্বয় করে যুবকদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থানের বিষয়ে সচেতনতা তৈরী করা।	উপজেলা যুব উন্নয়ন অফিস, ফুলবাড়ীয়া
৬৪.	উদ্যোক্তাদের সাথে সমন্বয় ইউনিয়ন পর্যায়ে তথ্য প্রদানের মাধ্যমে সচেতনতা তৈরী করে স্যানিটেশন ও পানীয় জল সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করা।	উপজেলা জনস্বাস্থ্য অফিস, ফুলবাড়ীয়া, ময়মনসিংহ।
৬৫.	<u>শিক্ষিত বেকার নারীদের জন্য অনলাইন ইসেবা-কর্ণার তৈরী করণ।</u> নারী শিক্ষা উন্নয়নে ঘরে বসে বেকার শিক্ষিত নারীরা যাতে আইটসোর্সিং,ফ্রিল্যান্সিংসহ যাবতীয় সকল তথ্য অনলাইনের মাধ্যমে সহজে পেতে পারে তার জন্য ই-সেবা কর্ণার নামক ওয়েব সাইট তৈরী করা যেতে পারে।	উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, গফরগাও, ময়মনসিংহ।

ক্র	আইডিয়ার সংক্ষিপ্ত বিবরণ	দপ্তরের নাম
৬৬.	**প্রানি সম্পদ সেবা বিষয়ক উদ্ভাবনী কৃষকের সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে গভীর (Fertility) ৫৩-৭০% বৃদ্ধি করণ।** অনুর্বরতা বাংলাদেশের গবাদী প্রানির একটি বড় সমস্যা। বর্তমানে গাভীর উর্বরতা ৫৩%। অনুর্বরতার কারনে খামারীরা প্রতি বছর বড় ধরনের আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হন। অত্র উপজেলার প্রতিটি ইউনিয়নে জন প্রতিনিধি, সাধারণ কৃষক,খামারীদের উল্লেখিত বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে গাভীর উর্বরতা ৭০% উন্নিত করণ সম্ভব।	উপজেলা প্রানি সম্পদ দপ্তর,গফরগাও, ময়মনসিংহ।
৬৭.	**অনলাইনে মাছ বিক্রয়** জেলা মতস্য দপ্তরের Website এর আওতায়/কিংবা স্বতন্ত্রভাবে অনলাইনে অন্যান্য বিপনন ব্যবস্থার মতো শুধুমাত্র মাছ উতপাদনকারী ও ব্যবসায়ীদের নিয়ে একটি প্লাটফরম (সফটওয়ার) তৈরী যেমন OLX.Bikroy.com যেখানে উতপাদনকারী ও মাছ ব্যবসায়ীরা তাদের পণ্যের বিজ্ঞাপন, ছবি, ভিডিও আপলোড করতে পারবে এবং ক্রেতারা সেখান থেকে ক্রয় কপতে পারেন।কিংবা তাদের চাহিদা জানাতে পারবেন।	সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়, গফরগাও, ময়মনসিংহ।
৬৮.	**ডিজিটাল স্বাস্থ্যসেবা** ডিজিটাল স্বাস্থ্যসেবা মানুষের দোড় গোড়ায় পৌছে দেওয়ার জন্য সচেতনতামূলক স্বাস্থ্য শিক্ষার স্লাইড উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা।	উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স,গফরগাও,ময়মনসিংহ
৬৯.	মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের মাঝে অনলাইনে উপবৃত্তি অর্ন্তভুক্তির রেজিষ্ট্রেশনকরণ এবং মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে উপবৃত্তি বিতরণ কার্যক্রম সম্পন্যকরণ। ক)স্বল্পতম সময়ে উপবৃত্তির রেজিষ্ট্রেশন। খ)দ্রুততম সময়ে উপবৃত্তি বিতরণ। গ)সময়,খরচ ও যাতায়াত (TCV) নূন্যতম পর্যায়ে নেমে আসা। ঘ)উপবৃত্তি বিতরণে ১০০% স্বচ্ছতা ফিরে আসা। ঙ)বিষয়টি নতুন ও আকর্ষনীয় হওয়ায় শিক্ষার্থীদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া । চ)অভিভাবক ও সুশীল সমাজের কাছে গ্রহনযোগ্যতা অর্জন।	উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস,গফরগাও, ময়মনসিংহ।
৭০.	**সামাজিক নিরাপত্তামূলক বেষ্টনী মূলক কর্মসূচীর উপকারভোগীর ডাটাবেইজ প্রস্তুতকরণ।** অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচির আওতায় নিয়োজিত শ্রমিকদের জবকোর্ডে প্রদত্ত তথ্য সম্বলিত ডাটাবেইজ প্রনয়ণ করা।স্থানীয় বাজারে নিত্য প্রয়োজনীয় মালামালের মূল্য বিবেচনায় এনে শ্রম মজুরী দৈনিক ২০০/- টাকার পরিবর্তে ২৫০/- টাকা নির্ধারন।	উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার কার্যালয়,গফরগাও, ময়মনসিংহ।
৭১.	**পুরুষ বন্ধ্যাকরণকারীদের পুরস্কার প্রদান।** পরিবার পরিকল্পনা পুরুষ বন্ধ্যাকরন গ্রহণকারীদের প্রতিবছর কমপক্ষে ০৩ জনকে ইউনিয়ন পরিষদের পক্ষ থেকে পুরস্কার প্রদান।	উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা অফিস, গফরগাও, ময়মনসিংহ।
৭২.	**আত্মকর্মসংস্থানের লক্ষে দক্ষতা বৃদ্ধি প্রশিক্ষন প্রদান।** ইউনিয়ন পরিষদে দরিদ্র মায়েদের জন্য মাতৃত্বকাল ভাতা কর্মসূচির আওতায় নির্বাচিত (২০ জন) ভাতাভোগীদের মাঝে দর্জি বিজ্ঞান ট্রেডের উপর প্রশিক্ষন প্রদান।	উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়, গফরগাও, ময়মনসিংহ।
৭৩.	**অনলাইনের মাধ্যমে যুব প্রশিক্ষনের আবেদন গ্রহন এবং প্রশিক্ষন প্রদান।** বিদ্যমান ব্যবস্থায় যুব প্রশিক্ষন গ্রহণে আগ্রহী প্রশিক্ষণার্থীগণকে বারবার অফিসে আসতে হয়। যার ফলে অর্থ ও সময় দুটোই নষ্ট হয়। জেলা ও উপজেলার বিদ্যমান web portal এবং e-mail address ব্যবহার করে অনলাইনের মাধ্যমে যুব প্রশিক্ষনের আবেদন গ্রহণ এবং প্রশিক্ষন প্রদান করার ফলে প্রশিক্ষণার্থীগণকে ািফিসে আস্র প্রয়োজন হবে না এবং TCV বাবদ কোন খরচের প্রয়োজন হবে না।	উপজেলা যুব উন্নয়ন অফিস, গফরগাও, ময়মনসিংহ।

ক্র	আইডিয়ার সংক্ষিপ্ত বিবরণ	দপ্তরের নাম
৭৪.	**পরিসংখ্যান বিষয়ক প্রচার প্রচারনা** পরিসংখ্যান বিষয়ক তথ্য প্রচার যেমন-আদমশুমারী, কৃষিশুমারী, অর্থনৈতিক শুমারী, প্রবৃদ্ধির হার, নির্ণয়ন, মাথাপিছু আয় ও মাতৃ মৃত্যুর হার ইত্যাদি প্রজেক্টর দ্বারা জনসমাবেশ, স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার মাধ্যমে প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।	উপজেলা পরিসংখ্যান অফিস, গফরগাও, ময়মনসিংহ।
৭৫.	**ওয়ানস্টপ পল্লী উন্নয়ন সেবা সম্প্রসারণ কার্যক্রম** উপজেলার সকল সমবায়ীদের সকল তথ্যের একটা ডাটাবেইজ তৈরী করা। একটা মাত্র ফরমের মাধ্যমে ওয়ান স্টপ সইর্ভসের মাধ্যমে ঋণ প্রদান করা। ঋণেরক টাকা সরাসরি সমবায়ীদে অনলাইন এ্যাকাউন্টে বা মোবাইল ব্যাংকের হিসেবে জমা হবে। ঋণের টাকা পরিশোধ করা হবে অনলাইন ব্যাংক এ্যাকাউন্ট বা মোবাইল ব্যাংকের মাধ্যমে এবং টাকা পরিশোধের সাথে সাথে তিনি তার ঋণ পরিশোধের তথ্যটি মোবাইলে পেয়ে যাবেন।	উপজেলা পল্লী উন্নয়ন দপ্তর গফরগাও, ময়মনসিংহ।
৭৬.	**ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে জনগণের দোরগোড়ায় সেবা পৌছানো।** ইউনিয়ন পরিষদের নোটিশ বোর্ডে অত্রদপ্তরের যেকোন বরাদ্দ অগ্রগতি, কাজ সম্পন্নের বিষয়ে প্রতিবেদন ঝুলিয়ে দেওয়া।	উপ-সহকারী প্রকৌশলীর কার্যালয় জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর গফরগাও, ময়মনসিংহ।
৭৭.	**সমবায় সমিতির হিসাব সফট ওয়ার** সমবায় বিভাগ কর্তৃক নিবন্ধিত প্রত্যেকটি সমবায় সমিতির তহসাব পদ্ধতি স্বচ্ছ রাখার জন্য "হিসাব সফটওয়ার পদ্ধতি" সরকারীভাবে চাল করা যেতে পারে।	উপজেলা সমবায় অফিস, গফরগাও, ময়মনসিংহ।
৭৮.	**উপজেলার সকল প্রশিক্ষনপ্রাপ্ত আনসার ভিডিপি সদস্যদের কম্পিউটারাইজড ডাটাবেজ তৈরি।** ইউনিয়ন ও উপজেলা ভিত্তিক সকল প্রশিক্ষন প্রাপ্ত আনসার ভিডিপি সদস্যদের কম্পিউটারাইজড ডাটাবেজ তৈরি করা হবে। উক্ত ডাটাবেইজ থেকে জাতীয় নির্বাচন, স্থানীয় সরকার নির্বাচন, দূর্গাপূজা, রেলনিরাপত্তাসহ জরুরী প্রয়োজনে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত আনসার, ভিডিপি, সদস্যদেরকে মোতায়েন করা হবে।	উপজেলা আনসার ও ভিডিপি অফিস গফরগাও, ময়মনসিংহ।
৭৯.	উপজেলা পর্যায়ের সকল সরকারী দপ্তর সমূহে জনগণ কর্তৃক প্রেরিত আবেদন পত্র সমূহ একটি সেন্ট্রাল ডেস্কে গ্রহণ, ডকেট করণ এবং সংশ্লিষ্ট অফিসে প্রেরণ ও কার্যক্রম সম্পর্কে মনিটরিং করণ।	উপজেলা নির্বাহী অফিস মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ।
৮০.	নামজারী ও জমা খারিজের খতিয়ান ডিজিটাল পদ্ধতিতে সংরক্ষন ও বিতরণ।	উপজেলা ভূমি অফিস মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ।
৮১.	প্রতি সপ্তাহে Etoolkit ব্যবহারের মাধ্যমে স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও পুষ্টি বিষয়ে জনগণকে অবগতি ও রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ।	উপজেলা স্বাস্থ্য ও প: প: অফিস মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ।
৮২.	প্রতিটি ইউনিয়নের অফিসে FIAC সেন্টারগুলোতে ইন্টারনেটসহ কম্পিউটার সেট স্থাপনের মাধ্যমে জনগণকে সেবা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ।	উপজেলা কৃষি অফিস মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ।
৮৩.	উপজেলা প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা ও ভেটেনারী সার্জন এর মোবাইল ফোন চাল রাখা ও সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা নেয়া।	উপজেলা প্রাণী সম্পদ অফিস মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ।
৮৪.	চাপুরিয়া গুচ্ছ গ্রামে পুকুরে বিজ্ঞান ভিত্তিক কাপ জাতীয় মাছ চাষ।	উপজেলা মৎস্য অফিস মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ।
৮৫.	সরকারী শিক্ষকদের বেতনভাতাদি অনলাইনে চালুর ব্যবস্থা করা।	উপজেলা শিক্ষা অফিস মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ।

ক্র	আইডিয়ার সংক্ষিপ্ত বিবরণ	দপ্তরের নাম
৮৬.	অত্র অফিসের সাথে এ পর্যায়ের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অনলাইন যোগাযোগ স্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ।	উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ।
৮৭.	হারানো ও সংশোধন সংক্রান্ত জাতীয় পরিচয়পত্র উপজেলা থেকে প্রিন্ট করে জনগণের মাঝে বিতরন করার ব্যবস্থা গ্রহণ।	উপজেলা নির্বাচন অফিস মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ।
৮৮.	ইউনিয়ন পর্যায়ে ভাতা ভোগীদের দোড়গোড়ায় ভাতা বিতরন নিশ্চিত করণ।	উপজেলা সমাজসেবা অফিস মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ।
৮৯.	ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর ডাটা বেইজকরণ এবং তাদের জীবণযাত্রার মান উন্নয়ন কল্পে গৃহীত কর্মসূচী এবং মনিটরিং	উপজেলা নির্বাহী অফিসার গৌরীপুর, ময়মনসিংহ
৯০.	সকল রেকর্ডের ডাটা বেইজ প্রস্তুতকরণ ও জনগণের জন্য সংশ্লিষ্ট রেকর্ডসমূহ উন্মুক্তকরণ	উপজেলা ভূমি অফিস গৌরীপুর, ময়মনসিংহ
৯১.	উপজেলা কার্যালয় এবং ইউনিয়ন তথ্য সেবা কেন্দ্র হতে আগ্রহী কৃষকদের অনলাইন সার সুপারিশ কার্ড প্রদান	উপজেলা কৃষি অফিস গৌরীপুর, ময়মনসিংহ
৯২.	উপজেলা প্রাণীজসম্পদ কার্যালয়ের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের মোবাইলনম্বরসমূহ সার্বক্ষণিক জনগণের সেবার জন্য খোলা রাখা।	উপজেলা প্রাণীসম্পদ অফিস গৌরীপুর, ময়মনসিংহ
৯৩.	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে দাপ্তরিক কাজের যোগাযোগ মেইলের মাধ্যমে সম্পন্নকরণ এবং মেইলের মাধ্যমে গৃহীত কাজের অগ্রগতি সংশ্লিষ্টকে জানানো।	উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস গৌরীপুর, ময়মনসিংহ
৯৪.	১। আশ্রয়ন প্রকল্পের সদস্যদের প্রশিক্ষণ ঋণ আদায় ও দাদন নিশ্চিতকরণ ২। সমবায় সমিতির সদস্যদের নেতৃত্ব ব্যবস্থাপনা ও ট্রেডভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করে আর্থ সামাজাকি উন্নয়ন । ৩। সমবায়ীদের সঞ্চয়ী অর্থ লাভজনক উৎপাদনমূখী কর্মকান্ডে বিনিয়োগের মাধ্যমে তাদেরকে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করে "দারিদ্র বিমোচন তথা কেসই উন্নয়ন"	উপজেলা সমবায় অফিস গৌরীপুর, ময়মনসিংহ
৯৫.	১। সমিতি/দলের কোর্ড নম্বর প্রদান এবং সদস্যদের ব্যক্তিগত পর্যায়ে কোড নম্বর (গোপনীয়) এর মাধ্যমে সদস্যদের পূজি গঠন (শেয়ার, সঞ্চয় সংগ্রজহ) ঋণ বিতরণ ও আদায়ের মাধ্যমে সময় ও অর্থের অপচয় রোধ করা। ২। সমবায়ীদের দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে সময় এবং অর্থের অপচয় রোধকল্পে ইউনিয়ন পর্যায়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।	উপজেলা পল্লী উন্নয়ন বোর্ড গৌরীপুর, ময়মনসিংহ
৯৬.	মোবাইল ফোনের মাধ্যমে মাতৃত্বকাল ভাতা ভোগীদের ভাতা গ্রহণের ম্যাসেজ প্রদান	উপজেলা মহিলা বিষয়ক অফিস গৌরীপুর, ময়মনসিংহ

ধোবাউড়া উপজেলায় ইতোপূর্বে (২০১৬) গৃহীত /বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী উদ্যোগসমূহের হালনাগাদ তথ্য প্রেরণ ছক

ক্র:নং	উদ্ভাবনী উদ্যোগের শিরোনাম	উদ্যোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	অগ্রগতি/বর্তমান অবস্থা	উদ্ভাবকের নাম ও পরিচিতি
০১	দ্রুত, সহজে, স্বল্প ব্যয়ে ও বিনা ভোগান্তিতে আবেদন/অভিযোগ নিষ্পত্তি	দ্রুত, সহজে, স্বল্প ব্যয়ে ও বিনা ভোগান্তিতে আবেদন/অভিযোগ নিষ্পত্তি	চলমান রয়েছে।	মোহাম্মদ আনিসুজ্জামান খান উপজেলা নির্বাহী অফিসার
০২	জনবান্ধব উপজেলা ভূমি অফিসকে জনবান্ধব সেবালয়ে এ রূপান্তর	জনবান্ধব উপজেলা ভূমি অফিসকে জনবান্ধব সেবালয়ে এ রূপান্তর	চলমান রয়েছে।	ফরিদা ইয়াছমিন সহকারী কমিশনার (ভূমি)
০৩	হাসপাতালের অভ্যন্তরে বিদ্যমান বিভিন্ন বিভাগ/শাখা চিহ্নিত করণ এবং লোকেশন সম্বলিত ম্যাপ (চার্টার) তৈরীকরণ এবং প্রদর্শন করা	হাসপাতালের অভ্যন্তরে বিদ্যমান বিভিন্ন বিভাগ/শাখা চিহ্নিত করণ এবং লোকেশন সম্বলিত ম্যাপ (চার্টার) তৈরীকরণ এবং প্রদর্শন করা	১০০%	ডা: মো: ওয়ায়েজ উদ্দিন ফরাজী, উপজেলা স্বাস্থ্য প:প: কর্মকর্তা
০৪	কেবল টিভির মাধ্যমে ফসলের আপদ সম্পর্কে কৃষি আবহাওয়ার পূর্বাভাস	কেবল টিভির মাধ্যমে ফসলের আপদ সম্পর্কে কৃষি আবহাওয়ার পূর্বাভাস	চলমান রয়েছে।	মো: মনিরুজ্জামান উপজেলা কৃষি অফিসার
০৫	সাতটি ইউনিয়নের ২১টি ওয়ার্ডে ২১জন প্রশিক্ষিত হাস-মুরগীর টিকা প্রদানকারী তৈরি করা	সাতটি ইউনিয়নের ২১টি ওয়ার্ডে ২১জন প্রশিক্ষিত হাস-মুরগীর টিকা প্রদানকারী তৈরি করা	১০০%	ডা: মো: মহিউদ্দিন উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা
০৬	এলজিইডির সড়কে ট্রাফিক চিহ্ন ও সড়ক নিরাপত্তা/সর্তকতা বাণীর মাধ্যমে দুর্ঘটনা রোধ ও জননিরাপত্তা বাড়ানোর ব্যবস্থা করা	এলজিইডির সড়কে ট্রাফিক চিহ্ন ও সড়ক নিরাপত্তা/সর্তকতা বাণীর মাধ্যমে দুর্ঘটনা রোধ ও জননিরাপত্তা বাড়ানোর ব্যবস্থা করা	১০০%	মোহাম্মদ শাহীনূর ফেরদৌস উপজেলা প্রকৌশলী
০৭	মোবাইল ফোনের মাধ্যমে দলিলের রেজিস্ট্রেশন সম্পন্নের বিষয়ে গ্রহিতাকে অবহিতকরণ	মোবাইল ফোনের মাধ্যমে দলিলের রেজিস্ট্রেশন সম্পন্নের বিষয়ে গ্রহিতাকে অবহিতকরণ	চলমান রয়েছে।	নূরে তোজাম্মেল হোসেন সাব-রেজিস্ট্রার
০৮	বিদ্যালয়ে ভর্তিকৃত ছাত্র-ছাত্রীদের শতভাগ জন্মনিবন্ধন নিশ্চিতকরণ	বিদ্যালয়ে ভর্তিকৃত ছাত্র-ছাত্রীদের শতভাগ জন্মনিবন্ধন নিশ্চিতকরণ	১০০%	মোহাম্মদ মনোয়ারুল ইসলাম উপজেলা শিক্ষা অফিসার (অ:দা:)
০৯	ভাতাভোগীদের হারানো ভাতাবহি বিষয়ে জিডিকরণ	ভাতাভোগীদের হারানো ভাতাবহি বিষয়ে জিডিকরণ	চলমান রয়েছে।	মো: আলাল উদ্দিন উপজেলা সমাজসেবা অফিসার
১০	মহিলাদের প্রশিক্ষণ প্রদান	মহিলাদের প্রশিক্ষণ প্রদান	১০০%	নাসরিন সুলতানা উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা
১১	প্রশিক্ষণ ও ঋণ কার্যক্রম	প্রশিক্ষণ ও ঋণ কার্যক্রম	১০০%	মো: রমিজ উদ্দিন আলম উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা
১২	গোয়াতলা উচ্চ বিদ্যালয়ের আঙ্গিনা, শ্রেণী কক্ষ ও ওয়াশরুম নিয়মিত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা।	গোয়াতলা উচ্চ বিদ্যালয়ের আঙ্গিনা, শ্রেণী কক্ষ ও ওয়াশরুম নিয়মিত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা।	১০০%	মো: আশরাফুল আলম উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার
১৩	প্রাথমিক সমবায় সমিতির নিরীক্ষা কার্যক্রম সহজিকরণ	প্রাথমিক সমবায় সমিতির নিরীক্ষা কার্যক্রম সহজিকরণ	চলমান রয়েছে।	মো: মিছবাহ উদ্দিন আহমেদ উপজেলা সমবায় অফিসার
১৪	গ্রামীণ রাস্তায় কম-বেশী (১৫মি.দৈর্ঘ্য) সেতু/কালভার্ট নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ধোবাউড়া উপজেলার ৭নং বাঘবেড় ইউনিয়নের মেকিয়ারকান্দা বাজারের দক্ষিণ পাশ্রে গুমুরিয়া খালের উপর ৪০ফুট-০০ফুট দৈঘ্যের সেতু/কালভার্ট নির্মাণ	গ্রামীণ রাস্তায় কম-বেশী (১৫মি.দৈর্ঘ্য) সেতু/কালভার্ট নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ধোবাউড়া উপজেলার ৭নং বাঘবেড় ইউনিয়নের মেকিয়ারকান্দা বাজারের দক্ষিণ পাশ্রে গুমুরিয়া খালের উপর ৪০ফুট-০০ফুট দৈঘ্যের সেতু/কালভার্ট নির্মাণ	১০০%	মোহাম্মদ শফিকুল ইসলাম উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা
১৫	সচেতনতা/দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ, সেমিনার, ওয়ার্কশপ ও যোগাযেগ ব্যবস্থা ও মোবাইল ফোন নাম্বার সংরক্ষণ করা	সচেতনতা/দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ, সেমিনার, ওয়ার্কশপ ও যোগাযেগ ব্যবস্থা ও মোবাইল ফোন নাম্বার সংরক্ষণ করা	চলমান রয়েছে।	এটিএম মাহবুবুল ইসলাম উপজেলা সমন্বয়কারী

ক্র:নং	বিষয়	প্রস্তাবিত বিষয় (গৃহীতব্য কাজের নাম)	বাস্তবায়নকাল (শুরু ও শেষের তারিখ)	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	প্রত্যাশিত ফলাফল (কাজটি সম্পন্ন হলে গুনগত বা পরিমানগত কি পরিবর্তন আসবে)	পরিমাপ (প্রত্যাশিত ফলাফল তৈরী হয়েছে কিনা তা পরিমাপের মানদন্ড)
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬	০৭
০১	বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে শিক্ষকগণের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ছাত্র-ছাত্রীদের অংশগ্রহণে গ্রাম/ওয়ার্ড ভিত্তিক সামাজিক নেটওয়ার্ক গঠন।	মাধ্যমিক পর্যায়ের প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রতিষ্ঠান প্রধানের নেতৃত্বে দুইজন করে শিক্ষক (একজন নারী ও একজন পুরুষ), ম্যানেজিং কমিটির ০২(দুই) জন অভিভাবক সদস্যের সমন্বয়ে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ নেটওয়ার্ক বাস্তবায়নের জন্য বিদ্যালয়/মাদ্রাসা কমিটি গঠিত হবে। এ বিষয়ে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা দিবেন। বিদ্যালয়/মাদ্রাসা কমিটি কর্তৃক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্যাচম্যান্ট এরিয়ার যতগুলো গ্রাম/ওয়ার্ড রয়েছে প্রতিটিতে ০৫(পাচ) সদস্য বিশিষ্ট একটি গ্রাম কমিটি গঠন করবে। প্রতি গ্রাম/ওয়ার্ড কমিটি হতে ০৩(তিন) জনকে নিয়ে একটি ইউনিয়ন পর্যায়ের কমিটি হবে। এ কমিটিতে সংরক্ষিত মহিলা সদস্যগণ ফোকাল পয়েন্ট হিসাবে থাকবেন। একইভাবে উপজেলা পর্যায়ে একটি কমিটি গঠিত হবে যেখানে উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে কাজ করবেন। তিনি সরাসরি উপজেলা নির্বাহী অফিসারের তত্ত্বাবধানে কাজ করবেন। উপজেলা পর্যায়ের কমিটিতে উপদেষ্টা হিসাবে থাকবেন উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান।	০১/০৭/২০১৭ হতে ৩১/১২/২০১৭ পর্যন্ত	১.জনাব মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও ইনোভেশন অফিসার ২. জনাব মো: আশরাফুল আলম, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার ও সদস্য ইনোভেশন টিম ৩. নাসরিন সুলতানা, উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা ও সদস্য ইনোভেশন টিম।	১. বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে জনসচেতনতা সৃষ্টি হবে। ২. গ্রাম/ওয়ার্ড সংঘটিত হওয়ার সংবাদ পাওয়া মাত্র তা প্রতিহতের ব্যবস্থা নিবে এবং ইউনিয়ন ও উপজেলা কমিটিতে অবহিত করবে।	১. বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ সংক্রান্ত তথ্যাদি (রেজিস্ট্রারে সংরক্ষণ) যাচাইকরণ। ২. ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার সংবাদ পর্যালোচনা।
০২	নামজারি ও জমাভাগ সংক্রান্ত সেবা।	নামজারি ও জমাভাগ সংক্রান্ত প্রক্রিয়া সহজীকরণ ও হয়রানীমুক্ত করার লক্ষ্যে প্রাপ্ত আবেদনের ভিত্তিতে শুনানীর তারিখ মোবাইল এসএমএস এর মাধ্যমে আবেদনকারীকে জানানো হবে।	০১/০৫/২০১৭ হতে ৩১/১২/২০১৭ পর্যন্ত	জনাব ফরিদা ইয়াছমিন সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও সদস্য ইনোভেশন টিম	১. আবেদনকারীকে বারবার অফিসে আসতে হবে না। এতে তার অর্থ ও সময় দুটোই সাশ্রয় হবে। ২. মধ্যস্বত্বভোগীর দোরাত্ব কমবে।	১. এতদসংক্রান্ত বিষয়ে কার্যালয়ে রক্ষিত রেজিস্ট্রার ২. সংবাদপত্র
০৩	পর্যায়ক্রমে সকল ইউনিয়ন পরিষদে উপস্থিত থেকে গণশুনানি গ্রহণ।	উপজেলার সাধারণ জনগণের বিভিন্ন অভিযোগ/সমস্যা সংক্রান্ত আবেদন এবং মৌখিক অভিযোগের বিষয়ে ইউনিয়ন পর্যায়ে উপস্থিত থেকে গণশুনানি গ্রহণ এবং তাৎক্ষণিক প্রতিকার নিশ্চিত করা হবে।	০১/০৩/২০১৭ হতে ৩১/১২/২০১৭ পর্যন্ত	জনাব মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও ইনোভেশন অফিসার	১. সাধারণ জনগণ তাদের বিভিন্ন অভিযোগের বিষয়ে ইউনিয়ন পর্যায়ে তাৎক্ষণিক প্রতিকার পাবে। ২. এতে জনগণের সময় ও অর্থের সাশ্রয় হবে। ৩. জনগণের দোরগোড়ায় সেবা পৌছানো নিশ্চিত হবে। ৪. এতে উপজেলা প্রশাসনের প্রতি জনগণের আস্থা ও বিশ্বাস বৃদ্ধি পাবে।	সংরক্ষিত রেজিস্ট্রারে সেবা গ্রহীতার মন্তব্য
০৪	ডিজিটাল কন্টেন্ট তৈরীর উপর প্রশিক্ষণ	উপজেলার মাধ্যমিক পর্যায়ে ৬০(ষাট) জন শিক্ষককে ডিজিটাল কন্টেন্ট তৈরীর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। বিভিন্ন টিটিসি হতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকরাই প্রশিক্ষকের দায়িত্ব পালন করবেন।	০১/০৩/২০১৭ হতে ৩১/১২/২০১৭ পর্যন্ত	মো: আশরাফুল ইসলাম উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার ও সদস্য, ইনোভেশন	১.সরকারি অর্থ সাশ্রয় করে উপজেলা পর্যায়ে শিক্ষকরা ডিজিটাল কন্টেন্ট তৈরীর কৌশল	মাল্টিমিডিয়া ক্লাশ পরিদর্শন ও শিক্ষার্থীদের

		কোন প্রকার সরকারি খরচ ব্যতিরেকে এই প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়িত হবে।		টিম।	জানতে পারবে। ২. এতে সময় ও যাতায়াত ভাড়া সাশ্রয় হবে। ৩. শ্রেণীকক্ষে পাঠদান পদ্ধতি উন্নত ও আকর্ষণীয় হবে, যা ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনে সহায়ক ভূমিকা রাখবে।	মতামত।
০৫	একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের আওতায় মাঠ পর্যায়ে সমিতিতে উপস্থিত হয়ে সদস্যদের মাঝে সরাসরি ঋণ বিতরণ কার্যক্রম	একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের আওতায় সমিতির সদস্যদের অনুকূলে ঋণ অনুমোদনের পর মাঠ পর্যায়ে সমিতিতে উপস্থিত হয়ে নির্ধারিত তারিখ ও সময়ে সদস্যদের মাঝে অনুমোদিত ঋণের টাকা সরাসরি বিতরণ নিশ্চিত করা হবে।	০১/০৩/২০১৭ হতে ৩১/১২/২০১৭ পর্যন্ত	মো: মোকাম্মেল হোসেন উপজেলা সমন্বয়কারী	১. সদস্য/সদস্যাগণ অফিসে না এসে সরাসরি মাঠ পর্যায়ে ঋণের অর্থ গ্রহণ করলে তাদের যাতায়াত ভাড়া, সময় ও অন্যান্য খরচ সাশ্রয় হবে। ২. ঋণ/সেবা প্রাপ্তিতে হয়রানী/ভোগান্তী হ্রাস পাবে। ৩. একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের প্রতি সদস্যদের আস্থা, বিশ্বাস ও আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে।	১. ঋণ বিতরণ সংক্রান্ত রেজিস্ট্রার। ২. সমিতির সদস্যদের মতামত।
০৬	মাঠ পর্যায়ে ঋণপ্রাপ্ত সদস্যদের মাঝে সরাসরি ঋণ বিতরণ কার্যক্রম।	উপজেলা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের আওতাধীন পরিবার ভিত্তিক ঋণ কর্মসূচির ঋণ অনুমোদনের পর মাঠ পর্যায়ে পরিবার ভিত্তিক কেন্দ্রে উপস্থিত হয়ে সদস্য/সদস্যাদের মধ্যে ঋণের চেক/অর্থ বিতরণ	০১/০৩/২০১৭ হতে ৩১/১২/২০১৭ পর্যন্ত	মো: রমিজ উদ্দিন আলম উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা	১. সদস্য/সদস্যাগণ অফিসে না এসে সরাসরি মাঠ পর্যায়ে ঋণের অর্থ গ্রহণ করলে তাদের যাতায়াত ভাড়া, সময় ও অন্যান্য খরচ সাশ্রয় হবে। ২. ঋণ/সেবা প্রাপ্তিতে হয়রানী/ভোগান্তী হ্রাস পাবে। ৩. উপজেলা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কার্যক্রমের প্রতি সদস্যদের আস্থা, বিশ্বাস ও আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে এবং ঋণ খেলাপীর পরিমাণ ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাবে।	১. ঋণ বিতরণ সংক্রান্ত রেজিস্ট্রার। ২. সমিতির সদস্যদের মতামত।

০৭.০৮.২০১৭

অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি) ময়মনসিংহ।